৮
হাদীসের আলোকে
মুহাম্মাদ
(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
হাফেয মাওঃ হুসাইন বিন সোহ্‌রাব
(অনার্স হাদীস)
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা, সউদী আরব

হাদীসের আলোকে

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হাফেয মাওঃ হুসাইন বিন সোহ্‌রাব
(অনার্স-হাদীস)
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা,
সৌদী আরব।

প্রকাশনায় ঃ

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী।
৩৮, বংশাল নতুন রাস্তা, ঢাকা।
ফোন ঃ ৯৫৬৩১৫৫, ৯৫৫৭০৫২

প্রথম সংস্করণ ঃ
মে- ২০০০ ইং

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
তাওহীদ কম্পিউটার্স এন্ড পাবলিশার্স
৯০, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল,
ঢাকা -১১০০

মুদ্রণে ঃ
হাবিব প্রেস লিমিটেড
৯, নবরায় লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ৫১/- টাকা মাত্র

Published by Hossain Al-Madani Prokashoni, Dhaka.
Bangladesh 1st Edition : May- 2000
Price Tk 51/= US $: 3

লেখকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল-হামদুলিল্লাহ। যাবতীয় প্রশংসা সেই মহান রাব্বুল 'আলামীনের জন্য। যিনি হাদীসের আলোকে কাহিনী সিরিজের ৮নং ও শেষ সিরিজ বই **"মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম"** প্রকাশ করার তাওফীক দান করলেন।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনী সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক লেখা হয়েছে তার অধিকাংশই সত্য-মিথ্যায় পরিপূর্ণ। সুতরাং অজ্ঞ লোকদের কথা দূরে থাক, অনেক পণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষেও সেগুলির বাছাই করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। খুব সহজ সাধ্য না হলেও তাঁর নবীজীবন সম্বন্ধে আবশ্যকীয় বিষয় কুরআন ও সহীহ্ হাদীসহতে স্পষ্টভাবে জানা যায়। তবে নিজের মস্তিষ্কের ও বাপ-দাদার, পূর্বতন পণ্ডিতগণের নজির ইত্যাদি যিনি উপেক্ষা করতে পারবেন না, তার পক্ষে সত্য প্রকাশ একেবারে অসম্ভব।

আমার রচিত **মক্কার সেই ইয়াতীম ছেলেটি** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ৩৫২ পৃষ্ঠার বই খানা থেকে সংক্ষিপ্তাকারে এই বইখানা প্রকাশ করা হলো।

অবশেষে পাঠক বৃন্দের নিকট আরজ– সম্ভব হলে **মক্কার সেই ইয়াতীম ছেলেটি** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বই খানা সংগ্রহ করে সহীহ্ হাদীসের আলোক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পূর্ণাঙ্গ জীবনী সম্বন্ধে জানুন।

খাদিম

হাফেয হুসাইন (আবূ নুফাই)

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আবির্ভাব

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিতা, আব্দুল মুত্তালিবের যুবক পুত্র আব্দুল্লাহ– তাঁর জন্মের কয়েক মাস পূর্বেই ইহধাম ত্যাগ করেন। সুতরাং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাতৃগর্ভেই ইয়াতীম হয়েছিলেন। দাদা আব্দুল মুত্তালিব কা'বা মসজিদে বসে কুরাইশ দলপতিগণের সাথে কথাবার্তা বলছিলেন; এমন সময় সংবাদ পেলেন যে, তাঁর বিধবা পুত্রবধূ আমীনা একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেছেন। বৃদ্ধ আব্দুল মুত্তালিব এই শুভ সংবাদ শুনা মাত্রই উঠে দাঁড়ালেন; তাঁর অন্তর শোক ও খুশিতে আলোড়িত হতে লাগল। তিনি অনতিবিলম্বে গৃহে প্রবেশ করে সদ্যভূমিষ্ট আব্দুল্লাহর পুত্রকে কোলে তুলে নিলেন; অতঃপর ঐ অবস্থায় আব্দুল মুত্তালিব কা'বা গৃহে এনে তাঁর জন্য দু'আ করতে লাগলেন। আরবের চিরাগত নিয়মানুসারে সপ্তম দিবসে আব্দুল মুত্তালিব পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজনকে শিশুর আক্বীকার দাওয়াত করলেন। খানাপিনা সমাপ্ত করে কুরাইশ নেতাগণ আব্দুল মুত্তালিবকে শিশুর নাম জিজ্ঞেস করলে বৃদ্ধ আনন্দ চিত্তে উত্তরে বললেন, "মুহাম্মাদ"। উপস্থিত স্বজনগণ এ নতুন ও অপূর্ব নাম শুনে অত্যন্ত মুগ্ধ ও আশ্বর্যান্বিত হয়ে বলতে লাগলেন– "মুহাম্মাদ"! এমন নাম আগে কখনও শুনিনি তো। আপন গোত্রের প্রচলিত সমস্ত নাম বাদ দিয়ে এই অভিনব নাম রাখার পেছনে আপনার কারণ কি?

বৃদ্ধ আব্দুল মুত্তালিব জবাব দিলেন– আমার এই সন্তানটি যুগের পর যুগ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পৃথিবীর সর্বত্রই প্রশংসিত হোক এই আশায় আমি তাঁর নাম রেখেছি "মুহাম্মাদ"। মা আমীনা গর্ভাবস্থায় যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তদানুযায়ী তিনি পুত্রের নাম দিলেন "আহমাদ" অর্থাৎ

(ইবনু হিশাম, ১-৫৪ খাসায়িস ১-৭৮, বুখারী, মুসলিম)

মুহাম্মাদ ও আহমাদ উভয় নামেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বাল্যকালে ডাকা হত।

মা আমীনা স্বপ্নে দেখেছিলেন– যেন আল্লাহ তা'আলার এক প্রতিনিধি এসে তাঁকে বলছেন– তোমার গর্ভে এক অসাধারণ সন্তান অবস্থান করছে, তুমি তাঁর নাম রেখ "আহমাদ"।

সারিয়ার পুত্র ইরবাস বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

انا دعوة ابراهيم وبشارة عيسى ورؤيا امى اللتى رأت حين

وضعتنى وقد خرج لها نور اضاء لها قصور الشام *

অর্থাৎ আমি ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রার্থনা, ঈসা (আঃ)-এর সুসংবাদ এবং আমার মা আমাকে প্রসব করার সময়ে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন -এক আলো নির্গত হয়ে শামের (বর্তমানে সিরিয়ার) সৌধগুলোকে উদ্ভাসিত করে তুলছে, সেই সকলের সফলতার নিদর্শন।

(শারহুস সুন্নাহ ও মুসনাদে আহমাদ)

কাজেই আমরা দেখছি যে, এটা স্বপ্ন বৈ আর কিছু নয়। আমাদের এক শ্রেণীর কথক কল্পনাবলে এই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করেই ক্ষান্ত হননি; বরং এর সাথে সাথে যথাসাধ্য আরও বহু কল্পিত অলৌকিক ঘটনা যোগ করে দিয়ে মা আমীনার এই স্বপ্নের ব্যাপারটাকে একেবারে অবিশ্বাস্য করে তুলেছেন।

খাদীজার আহবান

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাল্যকালেই জনসাধারণের নিকট সাদিক বা সত্যবাদী উপাধি লাভ করেছিলেন। বয়োঃবৃদ্ধির সাথে সাথে ন্যায়নিষ্ঠা ও সাধুতা এবং স্বভাব-চরিত্র ও অন্যান্য মহিমার জন্য তিনি জনসমাজে 'আল-আমীন' বা সত্যবাদী বলে খ্যাত হতে লাগলেন।

মক্কার বাণিজ্য অভিযানের সময় নিকটবর্তী হয়েছে, সেজন্য সকলে প্রস্তুত হচ্ছে। বিবি খাদীজার দাস ও কর্মচারীবৃন্দও সেজন্য নিজেদের বিপুল বাণিজ্য-সম্ভারাদি গোছগাছ করে নিচ্ছেন। এমন সময় বিবি খাদীজার প্রেরিত একজন লোক এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাঁর অভিবাদন জানিয়ে বলল ঃ বিবি খাদীজা আপনার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য উৎসুক হয়ে আছেন। কিছুক্ষণ পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবি খাদীজার বাড়ীতে উপস্থিত হলে তিনি সসম্ভ্রমে বলতে লাগলেন যে, হে পিতৃব্য পুত্র! আপনার সত্যনিষ্ঠা, আপনার বিশ্বস্ততা ও মহানুভবতা এবং আপনার চরিত্রমহিমা বিশেষরূপে অবগত আছি বলেই আপনাকে ডাকতে পাঠিয়েছিলাম। আপনি যদি আমার কাফিলার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তাহলে আমি যারপর নেই খুশি হব। অবশ্য আমি এজন্য আপনাকে অন্যাপেক্ষা দ্বিগুণ (বখরা বা পারিশ্রমিক) দিতে প্রস্তুত আছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনই এই প্রস্তাবের কোন উত্তর দিতে পারলেন না। তিনি যথোচিত অভিবাদন ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পর স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করে চাচা আবূ তালিবকে এই সাক্ষাতের সমস্ত বিবরণ জ্ঞাত করতঃ তাঁর মতামত জানতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখে বিবি খাদীজার প্রস্তাবের কথা অবগত হয়ে তিনি যারপর নেই আনন্দিত হলেন।

ইবনু সা'আদ প্রমুখ জীবনীকারগণ বর্ণনা করেছেন যে, সে সময় একা তার বাণিজ্য সম্ভার মক্কার অন্যান্য সকল বণিকের সমবেত সম্ভারের সমান হত। এই সমস্ত বিবেচনা করে আবূ তালিব বিবি খাদীজার প্রস্তাবে সম্মতি দান করলেন। কাফিলা প্রস্তুত হল, বিবি খাদীজা তার সুযোগ্য ও বিশ্বস্ততম

দাস মাইসারাকে সঙ্গে দিলেন এবং তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশ অনুযায়ী কাজ করতে বিশেষ তাকীদ করলেন। এবারে কাফিলা রওয়ানা হয়ে গেল।

বিবাহ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুণ-গরিমা অবগত হয়ে স্বাধ্বী খাদীজা পূর্ব হতেই তাঁর প্রতি অনুরক্তা হয়ে পড়েছিলেন। কার্য-ক্ষেত্রে ব্যবসায়– কর্ম উপলক্ষে তাঁর অসাধারণ প্রতিভা, বুদ্ধিমত্তা এবং অনুপম চরিত্র মাধুরীর বিষয় অবগত হওয়ার সাথে সাথে তাঁর সেই অনুরাগ ক্রমে ক্রমে পবিত্র প্রেমে পরিণত হল এবং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী হওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়লেন।

বিবি নাফীসা এই ঘটনার কথা নিজেই বর্ণনা করেছেন। তিনি বলছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম– আপনি বিবাহ করছেন না কেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– বিবাহ করার মত সম্বল আমার নেই, কি করে বিয়ে করব! তার সুব্যবস্থা যদি হয়ে যায়? মনে করুন এমন কোন মহিলা যদি আপনার সহধর্মিণী হতে চায়, যিনি ধনে-মানে, কুলে-শীলে এবং স্বভাব-চরিত্রে অতুলনীয়া। তাহলে আপনি কি তদ্রুপ বিয়েতে সম্মত হবেন? তিনি কে তা শুনতে পারি কি? তখন আমি খাদীজার নাম বললাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কথা শুনে বললেন– সে কথা আপনি কিভাবে বলছেন? আমি বললাম– "আমি বলছি এবং আমি এটা করেও দিব।" এই সংক্ষিপ্ত কথোপকথনে বিবি নাফীসা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মনোভাব জেনে নিয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন এবং বিবি খাদীজার নিকটে উপস্থিত হয়ে নিজের সফলতার শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করলেন। পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও চাচা আবূ তালিবকে এই সকল ব্যাপার জানালেন।

বিবি খাদীজার পক্ষ হতেও তাঁর আগ্রহের কথা প্রকারান্তরে আবূ তালিবকে জানিয়ে দেওয়া হল। আবূ তালিব তখন যথানিয়মে বিবি খাদীজার চাচা আমর বিন আসাদের নিকট ভ্রাতুষ্পুত্রের বিয়ের পয়গাম পাঠালেন এবং সকলের সম্মতিক্রমে এই মহামিলনের দিন-তারিখ ও মোহর ইত্যাদি নির্ধারিত হয়ে গেল।

মুবারকবাদ ও আনন্দ ধ্বনির মধ্যে তাহীরা ও আল-আমীনের- সাধু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাধ্বী বিবি খাদীজার শুভ সম্মিলন কার্য সম্পাদন হয়ে গেল।

তখন খাদীজার আদেশে মহিলাগণ গীতবাদ্য আরম্ভ করে দিলেন। বৃদ্ধ আবূ তালিব আনন্দে আত্মহারা হয়ে পুনঃপুনঃ আল্লাহ তা'আলাকে ধন্যবাদ জানাতে লাগলেন। **(ইবনু খাল্লিদুন, মুসলিম, দারেমী)**

হেরা পর্বত ও ওয়াহীর প্রারম্ভ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা হতে তিন মাইল দূরবর্তী হেরা পর্বতের এক প্রশস্ত গুহায় বসে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। বিবি খাদীজা প্রকৃত সহধর্মিণীর ন্যায় স্বামীর জন্য কয়েক দিনের খাবার প্রস্তুত করে রাখতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিয়ে হেরায় গমন করতেন। এভাবে দিনের পর দিন ও রাতের পর রাত অতিবাহিত হয়ে যেতে লাগল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিরবচ্ছিন্নভাবে ধ্যান-ধারণায় নিমগ্ন। **(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)**

মা আয়িশা (রাঃ) বলছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম প্রথম স্বপ্নযোগে ওয়াহী বা ভাববাণী প্রাপ্ত হতে লাগলেন। এরপর তিনি একাকী অবস্থান করতে লাগলেন। এই সময় তিনি হেরার গুহায় নির্জনে বসে কত ধ্যান ও চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। এরপর খাদ্য ও পানীয় শেষ হয়ে গেলে খাদীজার নিকট আগমন করতেন এবং তিনি তা

গুছিয়ে দিলে তা নিয়ে পুনরায় হেরায় চলে যেতেন। এরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ গুহায় অবস্থান করছেন, এমন সময় সত্য তাঁর নিকট সমাগত হল। অতঃপর তাঁর নিকট ফিরিশতা আসলেন এবং বললেন– "পাঠ কর" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে, আমি পড়তে জানি না! তখন তিনি (ফিরিশতা) আমাকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করলেন, পরে ছেড়ে দিয়ে আবার বললেন ঃ "পাঠ কর"। (পূর্বের ন্যায় তিনবার এরূপ হওয়ার পর) তিনি বললেন ঃ

اقرأ باسم ربك الذى خلق ـ خلق الانسان من علق ـ اقرأ وربك

الاكرم ـ الذى علم بالقلم ـ علم الانسان مالم يعلم *

"পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি আলাক (জমাট রক্ত থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন)।"

"পড়, তোমার সেই প্রভু মহা দয়ালু।"

"যিনি (সাধারণত) লেখনির সাহায্যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন।"

"তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না।"

(সূরাঃ 'আলাক ১-৫)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বাক্যগুলো নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন। তখন তাঁর হৃৎপিণ্ডে স্পন্দন হচ্ছিল। তিনি খাদীজার কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমাকে বস্ত্রে আচ্ছাদিত কর। অর্থাৎ কাপড় দ্বারা আমার দেহকে জড়িয়ে দাও। খাদীজা তাই করলেন।

অতঃপর সেই ভয় দূর হয়ে গেলে, বিবি খাদীজাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরার সমস্ত বিবরণ অবগত করে বললেন– "আমার নিজের সম্পর্কে ভয় হচ্ছে।" তখন খাদীজা বললেন কখনই নয়, আল্লাহর শপথ, তিনি কখনই আপনাকে অপদস্থ করবেন না।

প্রকাশ্য প্রচারের আদেশ

আরবের নিয়ম ছিল– কোন ভয়ঙ্কর বিপদের আশঙ্কা হলে বা কেউ দেশবাসীর নিকট কোন গুরুতর বিষয়ের বিচার, প্রতিকার প্রার্থী হলে সে পর্বতের উপর আরোহণ করতঃ বিশেষ কতকগুলো শব্দ উচ্চারণ করে চীৎকার করতে আরম্ভ করত। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক প্রভাতে সাফা পর্বতের উপর আরোহণ করে এরূপ আহবান করতে লাগলেন। গম্ভীর-কণ্ঠে সে আহবান মক্কার গৃহে গৃহে প্রতিধ্বনিত হল এবং যথানিয়মে মক্কাবাসীগণ সবাই সাফা পর্বতের দিকে ধাবিত হল। সবাই সমবেত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক গোষ্ঠীর নাম করে জিজ্ঞাসা করলেন– হে কুরাইশ বংশীয়গণ! আজ যদি আমি তোমাদেরকে বলি– পর্বতের অন্যদিকে এক প্রবল শত্রুসৈন্য-বাহিনী তোমাদের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করার জন্য অপেক্ষা করছে, তা হলে তোমরা আমার এই কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে কি? সবাই সমস্বরে উত্তর দিল– "নিশ্চয়, বিশ্বাস না করার কোনই কারণ নেই; কেননা আমরা কখনই তোমাকে মিথ্যার সংস্পর্শে আসতে দেখিনি"। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন গুরু-গম্ভীর স্বরে বলতে লাগলেন– "যদি তাই হয়, তবে শুনুন! আমি আপনাদেরকে অবশ্যম্ভাবী কঠোর শাস্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। হে জোহরার বংশধরগণ! (এভাবে কুরাইশ বংশের প্রত্যেক গোত্রের নাম করে বললেন ঃ) আমার আত্মীয়-স্বজনকে উপদেশ দিবার জন্য আমার প্রতি আল্লাহ তা'আলার আদেশ এসেছে। তোমাদের ইহকালের মঙ্গল ও পরকালের কল্যাণ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" না বল। এটা শুনা মাত্রই আবূ লাহাব বলে উঠল, তোর সর্বনাশ হোক, এই জন্য কি আমাদেরকে সমবেত করেছিস।

(বুখারী, মুসলিম, তাবাকাত)

আবিসিনিয়ায় হিজরত

অত্যাচার ও উৎপীড়নের মাত্রা যখন এভাবে ভীষণ হতে ভীষণতর হতে লাগল, তখন ভক্তদের রক্ষার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মন অস্থির হয়ে উঠল। দৈহিক অত্যাচার অপেক্ষা তাদের অত্যাচারের উদ্দেশ্য অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। পক্ষান্তরে কুরাইশগণ তাদেরকে প্রকাশ্যভাবে কোথাও উপাসনা করতে দেওয়া দূরে থাক, কুরআনের একটি আয়াতও উচ্চারণ করতে দিত না। **(বুখারী)**

যা হোক, মক্কা হতে অন্য কোথাও যাবার পরামর্শ স্থির হলে, স্থান নির্ধারণ সম্বন্ধে আলোচনা হতে আরম্ভ হল। আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশী সুবিচারক ও ন্যায়দর্শী বলে আরবদের মধ্যে সুখ্যাতি লাভ করেছিল। মক্কাবাসীগণ মাঝে মাঝে ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে আবিসিনিয়া গমন করত, সুতরাং সেখানের অবস্থা তাদের অজ্ঞাত ছিল না।

(তাবারী ২-২২১, খাল্লিদুন ১-২৬, ইবনু হিশাম)

যা হোক, এই আবিসিনিয়ায় (হাবশা) গমন করার কথাই স্থির হল। এ পরামর্শ অনুসারে নবদীক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে কতিপয় নর-নারী গোপনে স্বদেশ ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন এবং যথাসম্ভব সত্বর আবশ্যকীয় আয়োজন সম্পন্ন করে তারা জাহাজ ধরার জন্য শুওয়াইবা বন্দর অভিমুখে রওয়ানা হলেন। এই সঙ্কল্প ও আয়োজনের কথা শত্রুপক্ষ প্রথমে কিছুই জানতে পারল না। কিন্তু এতগুলো লোক যখন তৈজসপত্র নিয়ে একসাথে নগর হতে বের হয়ে পড়লেন, তখন ক্রমে ক্রমে ব্যাপারটি আর কারও জানতে বাকি থাকল না। তারা হাঁক ডাক করে লোকজন সংগ্রহ করল এবং পলাতক নর-নারীদের ধরে আনার জন্য বন্দর অভিমুখে ধাবিত হল। কিন্তু তারা পৌঁছাবার পূর্বেই জাহাজ নঙ্গর তুলে রওয়ানা হয়ে যায়। কাজেই পাষণ্ডরা অকৃতকার্য হয়ে ফিরে আসল। নবুওয়াতের পঞ্চম বর্ষের রজব মাসে সর্ব প্রথম বারজন পুরুষ ও চারজন নারী আল্লাহর প্রতি ঈমান

আনার অপরাধে কাফিরদের কঠোর অত্যাচারের ফলে স্বধর্ম রক্ষার জন্য জননী জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে দেশান্তর হতে বাধ্য হলেন।

(তাবারী– ২-২২১, ইবনু হিশাম ১-১১০, তাবকাত ২-১৩৬, ইসাবা)

প্রথম দল নিরাপদে আবিসিনিয়ায় পৌঁছে সেখানে নিঃসঙ্কোচে অবস্থান করতে লাগলেন। এদিকে আবূ তালিবের পুত্র জাফর ও কমপক্ষে ৮৩জন মুসলমান (অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকাদেরকে বাদ দিয়ে ধরলে) সুযোগ ও সুবিধা দেখে ক্রমে ক্রমে আবিসিনিয়ায় হিজরত করলেন। এভাবে তথায় প্রবাসী মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল।

আবিসিনিয়ায় কুরাইশ দূত

বহু নবদীক্ষিত মুসলিম কুরাইশদের অত্যাচার হতে মুক্তি লাভ করল; তারা এখন আবিসিনিয়ায় নিরাপদে অবস্থান করছেন; এই সকল চিন্তায় কুরাইশ প্রধানগণের মন অস্থির হয়ে উঠল। অবশেষে তারা সবাই যুক্তি পরামর্শ দ্বারা স্থির করল, আবিসিনিয়া রাজের নিকট প্রতিনিধি পাঠিয়ে পলাতক ও ফেরারী আসামী বলে তাদেরকে ধরে আনতে হবে। এই কাজে সফলতা লাভের জন্য তারা আয়োজন ও অর্থব্যয়ের ক্রটি করল না।

তারা শেষে আব্দুল্লাহ ইবুন আবূ রাবি'আ ও আমর ইবনুল আস নামক দু'জন উপযুক্ত লোককে প্রতিনিধি নির্ধারিত করল। যথাসময়ে প্রতিনিধিদ্বয় ঐ সমস্ত উপঢৌকন নিয়ে আবিসিনিয়ায় গিয়ে উপস্থিত হল।

প্রতিনিধিগণ প্রথমে রাজ পারিষদবর্গকে তাদের অনুকূলে আনার চেষ্টা করে। এ জন্য বহু মূল্যবান উপঢৌকন তো তাদের হাতে ছিলই, এ ছাড়া তারা আরেকটা মন্ত্র ছেড়ে দেখল; তারা পারিষদবর্গের নিকট গিয়ে বলল ঃ দেখুন আমাদের নির্বোধ বালক ও যুবক নিজেদের পূর্ব পুরুষগণের ধর্ম ত্যাগ করেছে, কিন্তু তারা আপনাদের ধর্মে প্রবেশ না করে একটা অভিনব ধর্মের সৃষ্টি করেছে। সেটা আমাদের ধর্মের সাথে মিলে না আবার আপনাদের ধর্মের সাথেও মিলে না, সেটা দুয়ের বাইরে। প্রতিনিধিরা এই

প্রকার উপায় অবলম্বন করে পরিষদবর্গকে পূর্ব থেকেই ঠিক করে রাখল। প্রতিনিধি ও পারিষদের ষড়যন্ত্রের ফলে সিদ্ধান্ত হল যে, রাজ দরবারে একথা উঠলে পারিষদবর্গ একবাক্যে প্রতিনিধিগণের কথা সমর্থন করবেন এবং রাজা যাতে মুসলমানদের কোন প্রকার কথা না শুনে তাদেরকে প্রতিনিধিদ্বয়ের হাতে সমর্পণ করেন, পারিষদবর্গ দরবারে তার যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

এই ষড়যন্ত্র করার পর একদিন আব্দুল্লাহ ও আমর ইবনুল আস রাজ দরবারে উপস্থিত হয়ে উপঢৌকন দিয়ে তাদের আগমনের কারণ বর্ণনা করল ঃ মহামান্য রাজা! আমাদের দেশের কতিপয় নির্বোধ যুবক নিজেদের বাপদাদার ধর্ম ত্যাগ করেছে, কিন্তু তারা আপনাদের ধর্মে প্রবেশ না করে এক অভিনব ধর্ম গড়ে নিয়েছে। সেটা আমাদের ধর্মও নয় আপনাদের ধর্মও নয়, বরং এ দুয়ের বাইরে। তাদের পিতা, চাচা ও আত্মীয়-স্বজন, মক্কার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাদেরকে ফিরে পাওয়ার প্রার্থনা জানিয়ে আমাদেরকে আপনার নিকট প্রেরণ করেছেন। অবশ্য তাদের কার্যকলাপের বিচার তারাই উত্তমরূপে সমাধা করতে পারবেন, কারণ তারা সমস্ত অবস্থা ভালভাবেই অবগত আছেন।

প্রতিনিধিদের বক্তব্য শেষ হওয়ার সাথে সাথে পূর্ব ষড়যন্ত্র অনুসারে সভাসদস্যবর্গ একবাক্যে "ঠিক, ঠিক" বলে চিৎকার করে উঠলেন। তারা সবাই রাজাকে বুঝাবার চেষ্টা করলেন যে, আরব প্রতিনিধিগণ অতি সঙ্গত প্রস্তাবই করেছেন। মক্কার অধিবাসীরা প্রবাসীদের আত্মীয়-স্বজন, অতএব তাদের ভালমন্দের বিচার তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়াই সঙ্গত।

নাজ্জাশী এতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, বাহ, সে কি কথা! পার্শ্ববর্তী রাজাদের মধ্যে আমাকে অধিকতর ন্যায়নিষ্ঠ মনে করে কতগুলো বিপন্ন লোক আমার রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তাদের মুখে কোন কথা না শুনেই আমি তাদেরকে এই লোকদেরকে হাতে সমর্পণ করব? এটা হতেই পারে না। বেশ, সেই প্রবাসীদের দরবারে উপস্থিত করা হোক।

জাফরের অভিভাষণ

মুসলমানগণ রাজসভায় সমবেত হলে নাজ্জাসী তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ যে ধর্মের জন্য তোমরা নিজেদের বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করেছ, অথচ আমাদের বা জগতের প্রচলিত অন্য কোন ধর্ম অবলম্বন না করে তোমরা যে অভিনব ধর্মের বশ্যতা স্বীকার করেছ তার বিবরণ আমি জানতে চাই। আলী (রাঃ)-এর ভাই জাফর সম্পূর্ণ নির্ভীকভাবে তাঁর নিজ জবানীতে উত্তর করলেন–

"পূর্বে আমাদের জাতি অতিশয় অজ্ঞ ও বর্বর ছিল। এ অজ্ঞতার ফলে আমরা পুতুল-প্রতিমা, চাঁদ, সূর্য, বৃক্ষ, প্রস্তর, ভূত-প্রেত ও অন্যান্য জড় পদার্থের পূজা উপাসনা করতাম। মৃত জীবজন্তুর মাংস ভক্ষণ করতাম, সমস্ত অশ্লীল কাজই আমাদের দ্বারা ঐ সময় সংঘটিত হত। স্বজনগণের প্রতি দুর্ব্যবহার (কন্যা হত্যা, পুত্র বলি) এবং প্রতিবেশীদের অনিষ্ট সাধন করতে আমরা একটুও কুণ্ঠিত হতাম না।" আমাদের প্রভাবশালী, শক্তিধর ব্যক্তিরা দুর্বলদের আমরা এরূপ অবস্থায় রেখে ছিলাম। এমন সময় আল্লাহ তা'আলা আমাদের নিকট আমাদের মধ্যে একজনকে রাসূল করে পাঠালেন। তাঁর বংশ, তাঁর সত্যনিষ্ঠা, তাঁর বিশ্বস্ততা ও তাঁর নির্মল চরিত্র আমরা পূর্ব থেকেই যথেষ্টরূপে অবগত ছিলাম। তিনি আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার দিকে আহ্বান করলেন, আমাদেরকে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্ তা'আলার উপাসনা করতে আদেশ দিলেন এবং আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষগণ সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলাকে ত্যাগ করে ফেলে যে সমস্ত ঠাকুর দেবতা ও প্রস্তর প্রভৃতির পূজা করে আসছিলাম, তিনি আমাদেরকে সে সমস্ত পরিত্যাগ করতে আদেশ দিলেন।

জাফরের বক্তৃতা সমাপ্ত হল। মুগ্ধ স্তম্ভিত অভিভূত নাজ্জাশী ক্ষণেক পরে তাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ তুমি বলেছ যে, তোমাদের নবী আল্লাহ

তা'আলার নিকট হতে বাণী প্রাপ্ত হয়েছেন। তার কোন অংশ তোমার স্মরণ আছে কি? জাফরের উত্তর শুনে– নাজ্জাশী তার কতকাংশ পাঠ করতে আদেশ দিলেন।

জাফর স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করে সূরা মারিয়ামের প্রথম হতে কতকগুলো আয়াত পাঠ করলেন। কুরআনের সুমধুর সুগম্ভীর ভাষা 'ঈসা (আঃ) ও ইয়াহ্ইয়া (আঃ)-এর জন্ম বৃত্তান্ত ও মহত্ত্ব বর্ণনা, সরল যুক্তিতর্কের দ্বারা ইয়াহুদী ও খৃস্টান চরমপন্থীদের অবিশ্বাসের প্রতিবাদ, ইসলামের উদারতা, এ সমস্ত একসাথে সভাস্থলে পাঠ করলেন। একটা নতুন ভাবের সৃষ্টি হল। এতে নাজ্জাশী আত্মসংবরণ করতে পারলেন না, তাঁর দুই গণ্ড বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ল। মুগ্ধহৃদয় নাজ্জাশী তখন উত্তেজিত স্বরে বললেন ঃ নিশ্চয়ই এটা এবং যীশু যা এনেছেন উভয়ই একই জ্যোতি কেন্দ্র হতে আবির্ভূত। অতঃপর তিনি প্রতিনিধিবর্গকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "যাও তোমাদের দরখাস্ত মঞ্জুর হবে না। আমি এদেরকে কখনই তোমাদের হাতে সমর্পণ করব না।"

প্রবাসী মুসলমানগণ স্বদেশে ফিরে যাওয়ার সময় তিনি তাদের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট যে পত্র প্রেরণ করেছিলেন, তাতে স্পষ্টত প্রতিপন্ন হয় যে তিনি ইসলাম ধর্মগ্রহণ করেছিলেন। নাজ্জাশীর মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত বিশ্বাসীদেরকে নিয়ে তার গায়েবী জানাযা নামায পড়ে তার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। (বুখারী, মুসলিম)

আবার অত্যাচার

বিবি খাদীজা ও আবূ তালিবের মৃত্যুর পর কুরাইশদের অত্যাচারের পথ একেবারে উন্মুক্ত হয়ে গেল। এখন তারা মনের ক্ষোভ মিটিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নির্যাতন করতে লাগল। ইমাম বুখারী একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে এ সমস্ত অত্যাচারের কাহিনী উল্লেখ করেছেন। ইতিহাস, মোস্তফা চরিত ইত্যাদি পুস্তকসমূহে তাফসীর প্রসঙ্গে

এসব অত্যাচারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে বহুবার। সেগুলো পাঠ করতে করতে একদিকে কুরাইশ কাফিরদের অমানবিক অত্যাচার অপরদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অসাধারণ ধৈর্য ও অটুট সঙ্কল্প দর্শনে শরীর ও মন একেবারে পুলকিত হয়ে উঠে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাতে বাড়ীর বাইরে বের হতে না পারেন; হলেও যাতে কাঁটাখুঁচায় বিদ্ধ হয়ে তাঁকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, সেজন্য নরাধমরা তাঁর গৃহদ্বারে কাঁটা বিছিয়ে রাখত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলোকে অপসারিত করতেন এবং সাথে সাথে স্বীয় স্বজনগণকে সম্বোধন করে বলতেন– "হে আব্দি মানাফ বংশীয়গণ! এই কি প্রতিবেশীর ধর্ম?" **(তাবারী, কামিল)**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বায় নামাযে প্রবৃত্ত– এটা কুরাইশদের নিকট অসহ্য। তাই তারা কখনও উটের নাড়ী-ভুঁড়ি কখনও বা ছাগীর 'ফুল' এনে এ অবস্থাতেই তাঁর মাথার উপর চাপিয়ে দিত। এরূপ ঘটনা বহুবার ঘটেছে। **(ফাতহুল বারী)**

একদিন বিবি ফাতিমা পিতার এ অবস্থার সংবাদ পেয়ে স্বয়ং কা'বায় উপস্থিত হন এবং বহুকষ্টে পিতার পিঠ থেকে ঐ কষ্টদায়ক বস্তুগুলো ফেলে দেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী। **(বুখারী)**

আর একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নামায মগ্ন দেখে ওকবা প্রভৃতি কয়েকজন কুরাইশ সেখানে উপস্থিত হল এবং ওকবা নিজের চাদর দড়ির মত করে পাকিয়ে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গলায় দিয়ে অনবরত মোড়া দিতে লাগল। এর ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘাড় বেঁকে গেল এবং তাঁর শ্বাস রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হল। আবূ বকর সবলে ওকবাকে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিলেন এবং নরাধমগণকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেনঃ

اتقتلون رجلا ان يقول ربى الله *

"তোমরা একটা মানুষকে কি এ অপরাধে খুন করে ফেলবে যে,

তিনি আল্লাহ তা'আলাকে নিজের মালিক বলে ঘোষণা করছেন!" আমর ইবনুল আ'স এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী।

(বুখারী, তাবারী, ইবনু হিশাম, যাদুল মা'আদ)

আর একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ভাবে বিভোর হয়ে পথ ধরে চলে যাচ্ছেন, এমন সময় জনৈক দুর্বৃত্ত এসে ধূলা-মাটি ও আবর্জনা তাঁর মাথার উপর ফেলে দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই অবস্থায় বাড়ীতে গমন করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যা এসে তাঁর মাথা ধুয়ে দিতে লাগলেন, আর তাঁর দুগণ্ড বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল। মাতৃহীন কন্যার মনের ভাব বুঝতে পেরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন– "মা! কেঁদ না, বিচলিত হয়ো না। আল্লাহ স্বয়ং তোমার পিতাকে রক্ষা করবেন।" **(তাবারী, ইবনু হিশাম)**

তায়িফবাসীদের অত্যাচার

সাকীফ প্রধানগণ আল্লাহ তা'আলার বাণীকে প্রত্যাখ্যান করছে, ব্যঙ্গ বিদ্রুপের দ্বারা সত্যের অমর্যাদা করছে দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদের আশা ত্যাগ করলেন। তিনি মনে করলেন এরাই বংশের প্রধান; এরা যদি নিজেদের এ সব অভিমত অন্য লোকের নিকট ব্যক্ত করে অথবা তাদেরকে আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলে, তাহলে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে। তাই তিনি সাকীফ প্রধানগণকে নিরপেক্ষ থাকতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই অনুরোধটিও রক্ষা করল না। বরং অজ্ঞ ও দুষ্ট লোকদেরকে এবং নিজেদের দাসগুলোকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পথে বের হলেই তারা সবাই হৈ হৈ করে তাঁর চারদিকে সমবেত হতে থাকে, পথ চলতে লাগলে ইট পাথর মারতে মারতে তাঁর

পিছু নিতে থাকে। অনেক সময় তারা পথের দু'ধারে সারি দিয়ে বসে যেত এবং প্রত্যেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দুই দিক দিয়েই প্রস্তর বর্ষণ করতে থাকত। ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তরাগে রঞ্জিত হয়ে যেতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রস্তর আঘাতে অবসন্ন হয়ে বসে পড়তেন, দুর্বৃত্তরা তখন দুই বাহু ধরে তাঁকে তুলে দিত এবং তিনি চলতে আরম্ভ করলে তারা পুনরায় প্রস্তর বর্ষণ করতে আরম্ভ করত। এ সময় নরাধমদের নিকট হাস্যরোল ও উৎকট কোলাহলে তায়িফের পর্বত প্রান্তর প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠত! **(মাওয়াহিব ১-৫৬, হালবী ১-৩৫৪, ইবনু হিশাম ১-১৪৬, তাবারী ২-২৩০)**

এ ধরনের নৃশংস অত্যাচারেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হৃদয় একটুও দমল না। তিনি পূর্ণ উৎসাহের সাথে নিজের কর্তব্য পালন করে চললেন; দীর্ঘ দশদিন পর্যন্ত তায়িফের নগরে, প্রান্তরে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের দা'ওয়াত প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন। এরূপে ক্রমে ক্রমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনের অস্তিত্বের প্রশ্ন দেখা দিল। তখন তিনি যায়িদকে নিয়ে মক্কায় ফিরে যাওয়ার সঙ্কল্প করলেন। এ সময় পাষণ্ডগণের অত্যাচার ভীষণরূপ ধারণ করল। তারা প্রস্তর আঘাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জর্জরিত করে ফেলল। অবশেষে তিনি আঘাতের ফলে অবসন্ন ও অচেতন হয়ে পড়লেন। তাঁর সমস্ত শরীর দিয়ে রক্তধারা প্রবাহিত হতে লাগল। বলা বাহুল্য যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ ক্ষেত্রে যায়িদের মত একটা মাত্র মানুষের চেষ্টায় কতটুকু ফল পেতে পারেন তা সহজেই অনুমেয়। ফলে সাথে সাথে যায়িদও সাংঘাতিকভাবে আহত হলেন। এ সময়কার কঠোর পরীক্ষার কথা সহীহ হাদীসে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে। বিবি আয়িশা (রাঃ) বলেছেন– "আমি একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলাম, উহুদ যুদ্ধ অপেক্ষা কঠিন সময় আপনার জীবনে আর কখনও উপস্থিত হয়েছিল কি? আমার প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম তায়িফবাসীদের অত্যাচারের কথা উল্লেখ করে বলেন– এটাই আমার জীবনের ভীষণতর বিপদ।" (বুখারী, মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অচেতন অবস্থায় দেখে যায়িদের আশঙ্কার শেষ রইল না। তিনি তাঁকে কাঁধে তুলে দ্রুত পদে নগরের বাইরে গমন করলেন। পথের পাশে উৎবা ও শাইবা নামক মক্কাবাসী দুই সহোদরের প্রাচীর ঘেরা বাগান ; যায়িদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নিয়ে তারই মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। যায়িদের সেবা-শুশ্রূষায় অপেক্ষাকৃত সুস্থ হয়ে উঠলে, সর্বপ্রথমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মনে পড়ল নামাযের কথা। তাই তিনি 'অযূ' করতে প্রস্তুতি নিলেন। তখন তাঁর পা মুবারাক রক্তস্নাত, অধিকন্তু রক্তধারা শুকিয়ে জমাট বেঁধে গিয়েছিল। তাই অযূর সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহুকষ্টে জুতা খুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। ভক্ত পাঠক কল্পনার চোখে একবার তা উপলব্ধি করে নিন, আর প্রাণ ভরে তাঁর নামে দরূদ পাঠ করুন! এ অপূর্ব দৃশ্য আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে কি?

অযূ শেষ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে প্রবিষ্ট হলেন। সকল দুঃখ, সকল বেদনা ভুলে গিয়ে 'রহমাতুল্লিল 'আলামীন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নামায শেষে নিজের সেই একমাত্র আপনজনকে সম্বোধন করে যে প্রার্থনা করেছিলেন, সেই প্রার্থনাটি ঈমান ও ইসলামে আন্তরিকতা ও আল্লাহ তা'আলার উপর একান্ত আত্মনির্ভরশীলতার পুণ্যতম আদর্শ। তিনি যে প্রার্থনা করেছিলেন তা ছিল এই ঃ

"হে আমার আল্লাহ! তোমাকে ডাকছি! নিজের এই দুর্বলতা ও নিরুপায় অবস্থায় এবং লোকচোখে নিজের এই অকিঞ্চিৎকরতা সম্বন্ধে তোমারই নিকট অভিযোগ করছি। হে আল্লাহ, হে পরম দয়াময়! তুমিই যে পাপীদের ত্রাণকর্তা, তুমিই যে দুর্বলের বল, প্রভু! তুমি কি আমাকে এমন পরের হাতে সমর্পণ করবে– কর্কশ ভাষায় যে আমাকে জর্জরিত করবে? অথবা এমন শত্রুর হাতে আমাকে তুলে দিবে– যে আমার সাধনাকে ব্যর্থ ও বিপর্যস্ত করে দিবে? (অর্থাৎ তুমি এরূপ কখনও করবে না) কিন্তু প্রভু

হে! আমার একমাত্র কাম্য তোমার সন্তোষ, তা পেলে এ সমস্ত বিপদ আপদের কোন পরোয়াই আমি করি না, তোমার মঙ্গলাশীর্বাদই আমার প্রশস্ততম সম্বল। হে আমার প্রভু! তোমার যে নূরের প্রভাবে সকল অন্ধকার দূর হয়ে যায়, যার কল্যাণে ইহ-পরকালের সব বিষয়েই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে– সেই নূরের স্মরণ নিয়ে প্রার্থনা করছি, যেন তোমার অসন্তোষ হতে দূরে অবস্থান করতে পারি; যেন তোমার গযব আমাতে আপতিত না হয়। তোমার নিকট আর্তনাদ করছি যেন, সর্বদাই তোমার সন্তোষ লাভ করতে পারি। প্রভু হে! তুমিই আমার একমাত্র শক্তি, তুমি আমার একমাত্র সম্বল।" **(তাবারী ২-২৩০, ইবনু হিশাম ১৪৬, যাদুল মা'আদ ১-২৯৯, তাবরানী)**

গুণিন জিমাদের ইসলাম গ্রহণ

জিমাদ ইবনু সালার আজাদ বংশের একজন বিখ্যাত লোক। খুব বড় ওঝা ও মন্ত্রতন্ত্রবিদ গুণিন বলে আরবময় তাঁর খ্যাতি। জিমাদ এসময় মক্কায় এসে শুনলেন– মুহাম্মাদের ঘাড়ে একটা ভয়ঙ্কর রকমের ভূত চেপেছে। কুরাইশদের সাথে কথাবার্তা বলে গুণিন মহাশয় ভূত তাড়াবার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে উপস্থিত হয়ে বললেন– "মুহাম্মাদ! আমি তোমার ভূত ছাড়িয়ে দিব, সে জন্য তোমার কাছে এসেছি। এখন স্থির হয়ে বস, আমি মন্ত্র পড়তে আরম্ভ করছি।" জিমাদের কথা শ্রবণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনে মনে একটু হেসে বললেন– "বেশ তা হবে, এখন আগে আমার কিছু কথা শুনে নাও।" এই বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চির-অভ্যাস মত "হামদ-না'ত" অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করলেন। এই ভূমিকা শেষ না হতেই জিমাদের সমস্ত যাদুমন্ত্র কোথায় চলে গেল এবং তিনি আগ্রহ সহকারে বললেন– "মুহাম্মাদ! এটুকু আবার পড় দেখি।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার "আল-হামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়ানাসতাঈনুহু" বলে খুৎবার প্রথম হতে পাঠ করতে আরম্ভ করলেন। জিমাদের অনুরোধ মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম কয়েকবার এর পুনরাবৃত্তি করলেন। তখন জিমাদ ব্যাকুল ভাবে বলে উঠলেন– "গুণিন যাদুকর অনেক দেখেছি, আরবের প্রধান কবিদের বহু রচনা শুনেছি। কিন্তু এমনটি তো আর কখনও শুনিনি। এ যে সমুদ্রের ন্যায়-বিশাল, গভীর ও অসংখ্য মণিমুক্তার খনি। মুহাম্মাদ! হাত বাড়িয়ে দাও, আমি তোমার হাত ধরে ইসলামের সত্য গ্রহণ করছি, আমি মুসলমান।" (মুসলিম, নাসাঈ)

মদীনায় প্রচার

নবুওয়াতের দশম বছরের হজ্জ্ব মৌসুমে মক্কা হতে একটু দূরে আক্বাবা নামক স্থানে ছ'জন বিদেশী বসে কথাবার্তা বলছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট উপস্থিত হয়ে পরিচয় জিজ্ঞাসায় জানতে পারলেন যে, তারা মদীনাবাসী খাযরাজ বংশীয় লোক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে একটু স্থির হয়ে তার বক্তব্যগুলো শ্রবণ করতে অনুরোধ করলেন। বিদেশীগণ তার প্রস্তাবে সম্মত হলে তিনি খুব সহজ-সরল ভাষায় ইসলাম ধর্মের শিক্ষা ও সত্যতার কথা তাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন। অবশেষে তিনি যথারীতি কুরআনের কতকগুলো আয়াত পাঠ করে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে আহবান করলেন। মদীনার সমস্ত লোক নিজেরা মূর্তিপূজারী ছিল বটে, কিন্তু সেখানকার শিক্ষিত ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের সাহচর্য ও প্রভাবের ফলে, 'তাওহীদ' বা একত্ববাদ তাদের অজানা ছিল না। বিশেষতঃ ফারান হতে একজন নবী উদ্ভূত হবেন একথা তারা প্রায়ই ইয়াহুদীদের কাছে শুনতে পেত; বানী ইসরাঈলের মধ্য হতে আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ)-এর মত আর একজন নবী পাঠাবেন। তাঁর পতাকাতলে সমবেত হয়ে ইয়াহুদীগণ যুদ্ধ করবে, মূর্তিপূজারীদেরকে বিধ্বস্ত করে বর্তমান অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, নানা উপলক্ষে ইয়াহুদীদের মুখে তাঁরা এরূপ কথা শুনতে পেতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখে এ সমস্ত কথা অবগত

হয়ে তারা পরস্পরে বলাবলি করতে লাগলেন– "এই তো সেই নবী।" তাঁকে অস্বীকার করলে আমাদের ইহ-পরকালের সর্বনাশ হবে; ফলতঃ তাঁরা সবাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করলেন। ইসলাম গ্রহণ করলে মানুষের সাধনার সূত্রপাত হয়, শেষ হয় না। কাজেই এই ছ'জন নবদীক্ষিত মুসলমান কেবল মুসলমান হয়েই নয় বরং ইসলামের সেবক ও সত্য ধর্মের প্রচারক হয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁদের এক বছরব্যাপী অক্লান্ত চেষ্টার ফলে মদীনা ও তার পার্শ্ববর্তী পল্লীসমূহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইসলাম ধর্মের চর্চা আরম্ভ হয়ে গেল। ইতোমধ্যেই কতগুলো লোককে তাঁরা সত্য ধর্মে দীক্ষিত করতে সমর্থ হলেন। এ সমস্ত মহৎপ্রাণের নাম ইসলামের ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।

পরের বছর বারজন মদীনাবাসী আক্বাবা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাৎ করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। আকাবায় বাই'আত গ্রহণকারীদের নিকট হতে কিভাবে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা হত তা আমরা শেষ আক্বাবার বিবরণে একত্রে বর্ণনা করব। কয়েকদিন ধরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে অবস্থান করার পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার সময়, তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন– "কুরআন পড়াতে পারেন, এমন একজন লোক আমাদের সাথে দিলে ভাল হয়।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ভক্ত মুস'আব ইবনু উমাইরাকে তাদের সাথে দিলেন। মুস'আব আলালের ঘরের দুলাল, তাঁর পিতার অগাধ ধন-সম্পত্তি ছিল। বহু মূল্যবান মূল্যবান বস্ত্র পরিধান করে মুসআব যখন মক্কার পথে বের হতেন তখন তার আগে পিছনে নিরাপত্তার জন্য লোক থাকত।

যখন তিনি কুরআনের শিক্ষকরূপে মদীনায় চলে যাচ্ছেন– তখন সেই মুসআবের দেহে মাত্র এক টুকরা ছেঁড়া কম্বল। একবার মুস'আবকে এ অবস্থায় দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অতীত বর্তমান অবস্থা ও ত্যাগের কথা স্মরণ করে কেঁদে ফেলেছিলেন। 'দুইশত

টাকার কম মূল্যের 'জোতা' যিনি কখনই পরতেন না' সেই মুস'আব উহুদ যুদ্ধে একটি মাত্র কাপড় রেখে শহীদ হয়েছিলেন। এই বস্ত্রই তাঁর কাফনরূপে ব্যবহৃত হয়েছিল। সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে, সে বস্ত্রখানা এত ছোট ছিল যে, মাথার দিকে টেনে দিতে পা বের হয়ে পড়ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– "পায়ের দিকে কতকগুলো আজখার ঘাস রেখে মুস'আবকে কবর দাও।" **(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)**

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ এখানে স্মরণ করুন তায়িফের সেই ভবিষ্যদ্বাণী–

"আল্লাহ তা'আলা আপন ধর্মকে নিজেই জয়যুক্ত করবেন।"

মুস'আব প্রমুখ সম্মানিত ব্যক্তি দ্বিগুণ উৎসাহের সাথে প্রচার আরম্ভ করলেন এবং কয়েক মাসের মধ্যে মদীনার প্রায় প্রত্যেক গোত্রই ইসলাম গ্রহণ করলেন।

গুপ্ত সম্মেলন ও বাই'আত

পর বছর অর্থাৎ নবুওয়াতের তের সনের হজ্জ-মৌসুমে, মদীনা হতে একদল যাত্রী তীর্থ ও বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হল। এই দলে মোটামুটিভাবে পাঁচশ লোক ছিল। সময় নিকটবর্তী হচ্ছে দেখে মুসলমানগণ পরস্পর যুক্তি পরামর্শ করতে লাগলেন, গোপনে তাঁদের মধ্যে মক্কা যাত্রার আয়োজন হতে লাগল। এবার তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মদীনায় আগমন করার জন্য অনুরোধ করবেন, সুতরাং প্রধান প্রধান মুসলমানগণও যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন।

(তাবাক্বাত ১-১৪৯, মুসনাদ ৩-৩২২)

হজ্জযাত্রী কাফিলা যখন মদীনা হতে রওয়ানা হল, তখন ৭৩ জন মুসলমান পুরুষ ও দু'জন মুসলিম মহিলা এই দলের সাথে মিলে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করলেন। এই মহিলাদ্বয়ের মধ্যে নুসাইবা বা উম্মি আমারা যিনি শৌর্যবীর্যের জন্য ইসলামের ইতিহাসে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। উহুদের যুদ্ধে এই মহিয়সী মহিলা কিরূপ সাহসের সাথে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেহ-রক্ষীর কাজ করেছিলেন, তা যথাস্থানে বিবৃত হবে।

কা'ব ইবনু মালিক এই যাত্রীদলের সাথে ছিলেন। (বুখারী)

মদীনাবাসী মুসলমানগণ খুব সতর্ক হয়ে চলাফেরা করতে লাগলেন। কবে, কোথায় এবং কি উপায়ে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করতে পারেন খুব গোপনে সে সম্বন্ধে আলোচনা হতে লাগল। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠিক করে দিলেন যে, জিলহজ্জ মাসের বার তারিখে তাঁরা 'আক্বাবার প্রান্তরে সমবেত হবেন। নির্দিষ্ট সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও সেখানে উপস্থিত থাকবেন। তিনি সবাইকে খুব সাবধান হয়ে কাজ করতে উপদেশ দিলেন। কেউ কারো জন্য অপেক্ষা করবে না, ডাকাডাকি করবে না, কেউ ঘুমিয়ে পড়লে তাকে জাগাবার চেষ্টা করবে না। (তাবাক্বাত ১-১৪৬, হালবী, যাদুল মা'আদ)

নির্দিষ্ট তারিখে ও নির্দিষ্ট সময়ে মুসলমানগণ একজন দু'জন করে বের হয়ে আক্বাবায় সমবেত হলেন। যথাসময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে আসলেন তাঁরা চাচা আব্বাসও তাঁর সাথে ছিলেন। আব্বাস তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। কিন্তু ভাতিজা কুরাইশদের অত্যাচার, উৎপীড়ন হতে রক্ষা পান, এ বিষয়ে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল।

আব্বাস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাত ধরে বললেন– "সাবধান, আস্তে, খুব আস্তে। জাননা আমাদের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখার জন্য লোক লেগে আছে। প্রবীণেরা অগ্রসর হয়ে কথা বলুন। এরপর সবাই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে স্ব-স্ব স্থানে চলে যান। অধিক বিলম্ব হলে আপনাদের অন্য যাত্রীদের মাঝে সন্দেহ হতে পারে। খুব সাবধানে সঙ্গোপনে নিজেদের কাজ সেরে সবাই স্বস্থানে চলে যান।" তখন প্রতিজ্ঞা গ্রহণের জন্য ভক্তগণের আগ্রহের সীমা ছিল না। তাঁরা নিজেরা এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাত ধরে বলতে লাগলেন– "ইয়া রাসূলুল্লাহ! প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করুন। আমরা ধন, জন, জীবন, যৌবন

সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার নামে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত আছি।" যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে মদীনাবাসীগণ ইসলামের সেবায় মনোনিবেশ করেছিলেন, তা ছিল নিম্নরূপ ঃ

১। আমরা এক আল্লাহর উপাসনা করব, তাঁকে ছাড়া আর কাউকেই মা'বূদ বলে গণ্য করব না, কাউকেই আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক করব না।

২। আমরা চুরি, ডাকাতি এবং কাউকে অপহরণ করব না।

৩। আমরা ব্যভিচারে লিপ্ত হব না।

৪। আমরা কোন অবস্থায় সন্তান হত্যা বা বলিদান করব না।

৫। আমরা কারো প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করব না বা কারও চরিত্রের প্রতি অপবাদ দিব না।

৬। আমরা ঠকামী, 'চোগলখোরী' করব না।

৭। আমরা প্রত্যেকে সৎকর্মে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুগত থাকব; কোন ন্যায্য কাজে তাঁর অবাধ্য হব না।

(বুখারী, ২৪-৪৬৪, ইবনু হিশাম, তাবারী)

আব্বাস ইবনু উবাদা নামক জনৈক দূরদর্শী লোক গম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন ঃ "ক্ষান্ত হও, একটু স্থির করে আবার ভালভাবে চিন্তা করে দেখ। জেনে রেখো, তোমাদের এই প্রতিজ্ঞার ফলে আরব-অনারব, কালোবর্ণের সাদাবর্ণের সকল জাতি তোমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। তোমাদের ও তোমাদের বহু গণ্যমান্য লোকের প্রাণের বিনিময়ে এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে হবে। এখনও সময় আছে ভাল করে চিন্তা করে দেখ। যদি বিপদের ভয়াবহতা তোমাদেরকে বিচলিত করে ফেলে, তাহলে ইহ-পরকালে তোমাদের স্থান থাকবে না; সেই ঘৃণিত কাপুরুষতা অপেক্ষা এখনই সরে যাওয়া ভাল। পক্ষান্তরে তোমাদের মনে যদি এতটা সৎ সাহস থাকে যে, তোমরা এই সকলের জন্য প্রস্তুত হতে পার, তবে 'বিস্‌মিল্লাহ' বলে অগ্রসর হও, ইহ-পরকালে এটা অপেক্ষা কল্যাণের কথা আর কিছুই নেই।"

সবাই ধীর-গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন– "হ্যাঁ আমরা খুব বুঝে দেখেছি, এ সকলের জন্য আমরা প্রস্তুত আছি।"

এ ধরনের কথাবার্তার পর সবাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাত ধরে বাই'আত গ্রহণ করলেন। তাঁদের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ শেষ হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশ মত নিজেদের মধ্য হতে বারজন 'নাকীব' বা প্রচারক মনোনীত করলেন। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্বাচন করেননি, মদীনাবাসীগণ নিজেরাই তাঁদেরকে মনোনীত করলেন)। **(ইবনু হিশাম ১-১৫৫)**

শয়তানের চীৎকার

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য বিশেষতঃ এই হজ্জ মৌসুমে মক্কাবাসীদের গুপ্তচর বিশেষভাবে লেগেই ছিল। এদের মধ্যকার একটা 'শয়তান' ঘুরতে ঘুরতে এদিকে এসে উপস্থিত হল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এত লোকসমাগম দেখে ভীত হয়ে দূর হতে চীৎকার করে উঠল– "মক্কাবাসীগণ! তোমরা ঘুমাচ্ছ, আর এদিকে হতভাগাটা তার বেদ্বীন দলকে নিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে।" এ চীৎকার শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভক্তদেরকে বললেন– "ঐ শয়তানটাকে চীৎকার করতে দাও, তারা আমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। এখন সবাই যার যার স্থানে চলে যাও।" মদীনাবাসীগণ সবাই নিরস্ত্র অবস্থায় 'আক্বাবায় সমবেত হয়েছিলেন। একমাত্র আব্বাস ইবনু উবাদার সাথে একটি তরবারী ছিল। **(তাবাক্বাত ১-১৫০)**

মতান্তরে তাঁর নাম আব্বাস ইবনু নাজলা। তিনি সম্ভবতঃ এই চীৎকার শুনে– একটু উত্তেজিত স্বরে বললেন– "ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, অনুমতি দিন, আমরা কালই মিনাতে খোলা তরবারী

হাতে তাদেরকে আক্রমণ করি।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– না, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এর আদেশ দেননি। এখন যার যার স্থানে চলে যাও। ইতিহাসে কোন কোন রাবী এ গল্পটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আমরা এ শ্রেণীর ইতিহাসে এটাও দেখতে পাচ্ছি যে, শয়তানের কণ্ঠস্বর মুনাব্বাহ ইবনু হাজ্জাজের কণ্ঠস্বরের মত হয়ে গিয়েছিল।

(হালবী ২-১৮)

এই মুনাব্বাহ হিজরত রজনীতে তার ভাই নবীহের সাথে মিলিত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হত্যা করার জন্য সমস্ত রাত্রি তাঁর গৃহ অবরোধ করে রেখেছিল। **(যাদুল মা'আদ)**

এ সময় মদীনাবাসীগণ নিজেদের কাফিলায় গমন করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও নগরে ফিরে আসলেন।

সকালে উঠেই মদীনার কাফিলা স্বদেশে ফিরে যাবার আয়োজন করতে লাগলেন। সমস্ত আয়োজন শেষ হয়েছে, কাফিলা রওয়ানা হয় হয়, এমন সময় কুরাইশের কতিপয় প্রধান ব্যক্তি কতকগুলো লোক সাথে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগল– "একি কথা শুনছি! তোমাদের সাথে আমাদের কোন ঝগড়া ফ্যাসাদ নেই, অথচ শুনলাম তোমরা আমাদের এই লোকটিকে স্বদেশে নিয়ে গিয়ে আমাদের সাথে যুদ্ধ করার সংকল্প করেছ?"

মুসলমানগণ নিজেদের কাজে ব্যস্ত রইলেন, এদের কথার কোন উত্তর দিলেন না। অন্য লোকেরা রাতের কথাবার্তা কিছুই জানত না, তারা সমস্বরে একথা অস্বীকার করল। এই কথাবার্তা হচ্ছে এমন সময় কাফিলা রওয়ানা হয়ে গেল এবং কুরাইশ দলপতিগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সেখান থেকে চলে গেল। কিন্তু এদিকে মক্কায় তখন সেটি নিয়ে খুব জটলা চলছিল। তারা ফিরে আসার পর পরামর্শ হল, কাফিলাস্থ মুসলমানদেরকে গ্রেফতার করতে হবে। পরামর্শের সাথে সাথে লোক ছুটল। কিন্তু তাদের অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বের হতে হতে মদীনার কাফিলা বহুদূর চলে গিয়েছিল। কেবল সা'আদ ইবনু উবাদা ও মুনজির ইবনু আমর নামক

দু'ব্যক্তি কোন কর্মোপলক্ষে পিছিয়ে পড়েছিলেন। তারা এ দু'জনকে গ্রেফতার করল। মুনজির কোনভাবে এদের নিকট থেকে পলায়ন করে আত্মরক্ষা করলেন বটে, কিন্তু সা'আদকে তারা গ্রেফতার করে মক্কা নগরীতে আনল। মক্কাবাসীদের সমস্ত ক্রোধ তখন সা'আদের উপর পতিত হল। তারা তাঁকে পিঠমোড়া করে বেঁধে নির্মমভাবে প্রহার করতে লাগল; যে আসে সেই প্রহার করে। যুবাইর ও হারিস নামক দু'জন মক্কাবাসীর সাথে সা'আদের ব্যক্তিগত সন্ধি ছিল। এরা যখন বাণিজ্য উপলক্ষে মদীনায় গমন করতেন তখন সা'আদ তাদেরকে অত্যাচার-উপদ্রব হতে রক্ষা করতেন। তারা সা'আদের দুরবস্থার সংবাদ পেয়ে সেখানে উপস্থিত হল এবং দুর্বৃত্তদের হাত থেকে মুক্ত করে তাকে স্বদেশে চলে যেতে বললেন। সা'আদ অবিলম্বে মক্কা ত্যাগ করলেন। এদিকে সা'আদের বিলম্ব দেখে মদীনাবাসীগণ তাঁর বিপদের আশঙ্কায় অস্থির হলেন। অল্পক্ষণ পরে সম্ভবতঃ মুনজিরের মুখে সংবাদ শুনে তাঁরা সা'আদকে উদ্ধার করার জন্য সদলবলে পুনরায় মক্কায় ফিরে যাবার সঙ্কল্প করছেন, এমন সময় দেখা গেল, সা'আদ আসছেন। অতঃপর কাফিলা মদীনায় চলে গেল।

(এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত সমস্ত বিবরণ, ইবনু হিশাম, তাবাক্বাত, তাবারী, যাদুল মা'আদ, খাল্লিদুন, মুস্তাদরাক, হালবী ও যারকানী প্রভৃতি গ্রন্থ হতে গৃহীত)

কুরাইশদের মর্মবিদারক অত্যাচার

উম্মে সালমাকে সাথে নিয়ে তাঁর স্বামী আবূ সালমা মদীনা যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। উম্মে সালমার কোলে একটি দুগ্ধপোষ্য পুত্র সন্তান। মাতা শিশু সন্তানটিকে কোলে নিয়ে উটে আরোহণ করেছেন, স্বামী তাঁকে নিয়ে চলে যাচ্ছেন। এমন সময় তার শ্বশুরকুলের লোকেরা এসে তাদের যাত্রায় বাধা দিল এবং বলল– "নরাধম! তুই যেখানে যাবি যা, কিন্তু আমাদের কন্যাকে তোর সাথে যেতে দিব না।" এদিকে আবূ সালমার স্বগোত্রের লোকেরা ইতোমধ্যে সেখানে উপস্থিত হয়ে বলল– "তুই হতভাগা, তোর কপাল পুড়েছে বলে আমাদের বংশের একটা নিরপরাধ শিশুকে তোর সাথে যেতে দিব কেন? আমাদের ছেলে দিয়ে তুই যেখানে পারিস দূর হয়ে যা।" এই বলে আবূ সালমার হাত থেকে 'নাকিল' নিয়ে তারা উট বসিয়ে দিল। তখনকার দৃশ্য অতি মর্মবিদারক। পতিপ্রাণা উম্মে সালমা এক হাতে স্বামীকে ধরে রেখেছেন। আবূ সালমা উভয়কে রক্ষা করার জন্য আকুলি-ব্যাকুলি করছেন। পক্ষান্তরে নরাধমরা স্বামীর হাত থেকে তাঁর স্ত্রীকে ও মাতার বুক থেকে তার কলিজার টুকরা শিশু সন্তানটিকে ছিনিয়ে নিচ্ছে। এ অপেক্ষা মর্মবিদারক দৃশ্য আর কি হতে পারে? সতীর আর্তনাদ, শিশুর কাতর ক্রন্দন, কুরাইশ নরপশুদের কাছে এ সমস্তই তুচ্ছ কথা। তারা এতে একটুও বিচলিত হলনা এবং পূর্ব সংকল্প অনুসারে স্বামীর নিকট থেকে স্ত্রীকে ও মাতার কোল থেকে শিশু সন্তানকে ছিনিয়ে নিয়ে নিদারুন আনন্দরোল তুলে নিজ নিজ গৃহে চলে গেল। এ পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁর সেই ইসলাম বা আত্মসমর্পণ আরও উজ্জ্বল, আরও দৃঢ় এবং আরও দৃপ্ত হয়ে উঠল। তিনি সেখানে কালবিলম্ব না করে আল্লাহ তা'আলার নাম করতে করতে উটের পিঠে আরোহণ করলেন– আবূ সালমার উট মদীনার দিকে ছুটে চলল।

উম্মে সালমা বলছেন– "আমার সে সময়কার কথা বর্ণনার অতীত। যে স্থানে আমাকে স্বামী সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল, প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আমি সেখানে এসে উপস্থিত হতাম এবং কিছুক্ষণ তাদের কথা স্মরণ করে প্রাণ ভরে কেঁদে নিতাম। এভাবে প্রায় এক বছর কেটে গেল। এ সময় আমাকে প্রত্যহ কাঁদাকাটি করতে দেখে আমার এক খালাত ভাইয়ের মনে দয়ার সঞ্চার হল। তিনি আমার আত্মীয়-স্বজনকে বিশেষভাবে বলে কয়ে আমাকে স্বামীর নিকট পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। আবূ সালমার আত্মীয়গণও শিশুটিকে মায়ের সঙ্গে দিতে সম্মত হলেন। তখন ঐ শিশুটিকে নিয়ে আমি আল্লাহ তা'আলার নাম নিয়ে উটে আরোহণ করলাম। পথ চিনি না, পথের কোন সম্বল সাথে নেই, তবুও চললাম। মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যাঁর অনুগ্রহে আমি এই নরাধমদের বন্দীখানা থেকে মুক্তি পেয়ে আজ নিজের ধর্ম, সতীত্ব ও সন্তানসহ স্বামীর নিকট যাবার সুযোগ পেয়েছি, তিনি এই দুঃখীনির একটা উপায় নিশ্চয় করে দিবেন।" হলও তাই; পথে উসমান ইবনু তালহা নামক জনৈক সহৃদয় ব্যক্তির সাথে তাঁর সাক্ষাত হল। উসমান আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন তোমার সাথে কে যাচ্ছে?

"সাথে এ শিশু আর আল্লাহ।" এই উত্তর শুনে উসমানের বুক কেঁপে উঠল। তিনি বিবি উম্মে সালমাকে সাথে করে মদীনায় পৌছে দিলেন।

(ইবনু হিশাম ১-১৬৪, হাল্‌বী ২-২১)

হিজরতের আয়োজন

পরম শত্রু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তারা তখনও এতদূর বিশ্বাস্য ও মহাত্মা বলে মনে করত যে, মক্কার যার যে কোন মূল্যবান অলঙ্কার ও টাকাকড়ি 'আমানত' বা গচ্ছিত রাখার প্রয়োজন হত, সে তা নিঃসংশয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট রেখে যেত। এমন কি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ভক্তকুল শিরোমণি আবূ বকরকে সাথে নিয়ে মদীনা যাত্রা করার জন্য প্রস্তুত

হলেন, তখনও তাঁর নিকট কুরাইশদের বহু মূল্যবান জিনিসপত্র গচ্ছিত ছিল, তখনও তিনি 'আল-আমীন' ও 'সাদিক' বা সত্যবাদী নামে খ্যাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে রাতে চলে গেলে মানুষের মনে তখন সন্দেহের উদ্রেক হবে; এ সমস্ত কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীকে মক্কায় রেখে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। সব ইতিহাসেই এ ঘটনার উল্লেখ আছে। এ ঘটনার দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরিত্র মাহাত্ম্য ভালভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রখর রৌদ্র, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বকরের দরজার সামনে উপস্থিত হয়ে যথারীতি ঘরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। বলা বাহুল্য যে, আবূ বকর তাঁকে সাদর সম্ভাষণ সহকারে ঘরে নিয়ে গেলেন। আবূ বকর হিজরতের জন্য বহুদিন যাবত প্রস্তুত হয়েছিলেন। তিনি চার মাস পূর্ব থেকেই দু'টি দ্রুতগামী উটকে 'থানে' বেঁধে খাওয়াচ্ছিলেন, যেন প্রয়োজন হলেই তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নিয়ে মক্কা ত্যাগ করতে পারেন। পূর্বে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার সমস্ত মুসলমানকে মদীনায় চলে যাবার আদেশ দিয়েছিলেন, আবূ বকর এ আদেশ পালনের জন্য তখন থেকেই হিজরত করার জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে বলেন। কারণ, তাহলে সম্ভবতঃ তিনি আবূ বকরের সাথে যাত্রা করতে পারেন। যা হোক, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এমন অসময়ে আগমন করতে দেখে আবূ বকরের মনে খটকা লাগল যে, বোধ হয় গুরুতর একটা কিছু ঘটে থাকবে। তাই তিনি বললেন- "ব্যাপার কি?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "ব্যাপার কিছুই নয়, আমি হিজরত করার অনুমতি পেয়েছি।" আবূ বকর তখনও আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি যেতে পারি কি আপনার সাথে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মতিসূচক উত্তর দিলেন। তখন আবূ বকর পুনরায় বললেন, "তাহলে আপনি আমার একটি উট গ্রহণ করুন।" "বেশ কথা; তবে বিনামূল্যে নয়।" বিবি আসমা ও বিবি আয়েশা দুই বোন মিলে তাদের পথের জন্য কিছু খাদ্য প্রস্তুত করতে লাগলেন। (বুখারী)

কুরাইশদের দ্বারা নির্বাচিত ঘাতকগণ কখন কি অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গৃহ অবরোধ করেছিল এবং তিনি কি অবস্থায় এবং কোন সময় গৃহ হতে বের হয়ে গুহায় উপস্থিত হয়েছিলেন, নিম্নে তা আলোচিত হল ঃ

ঘাতকগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাড়ীর দরজার সামনে সকাল হওয়ার অপেক্ষা করছিল এবং দরজার ফাটল দিয়ে শয্যার উপর শুয়ে থাকা আলীকে দেখে তারা মনে করছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুয়ে আছেন। এ সময় সদর দিয়ে বের হওয়া সম্ভব হবে না দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়ীর অন্য দিকের প্রাচীর টপকিয়ে বের হয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিচারিকা মারিয়া বলছেন ঃ "হিজরতের রাতে আমি নিচু হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পিঠে পা দিয়ে প্রাচীরের উপর উঠেছিলেন।"

হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী, "ইসাবায়" ঐতিহাসিক ইব্রাহীম ইবনু মুহাম্মাদ, তাঁর 'নূরন্নবরাস' পুস্তকে মারিয়ার বর্ণিত এই হাদীসের উল্লেখ করছেন। **(হালবী ২-২৮, ইসাবা ও ইস্তিআব)**

বীরবর আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শয্যায় শুয়ে রইলেন এবং কাফিরগণ তাঁর কক্ষ বেষ্টন করে সমস্ত রাত পাহারা দিতে লাগল। এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বকরকে সাথে নিয়ে খিড়কীর পথ দিয়ে দাউদ (আঃ)-এর ন্যায় বের হয়ে গেলেন এবং পূর্ব কথা অনুযায়ী উঁটে আরোহণ করে মক্কা হতে তিন মাইল দূরবর্তী 'সাওর' পর্বত সন্নিধানে এসে উপস্থিত হলেন।

গুহায় লুকালেন

এদিকে কুরাইশগণ যখন দেখল যে, শিকার হাতছাড়া হয়ে গেছে, তখন তাদের রাগের আর সীমা রইল না। ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে যে, "তারা প্রথমে আলীকে গ্রেফতার করে কা'বায় নিয়ে যায় এবং তাঁকে জেরা

করতে থাকে। তারা বলে, 'বল মুহাম্মাদ কোথায়?' আলী কঠোর স্বরে উত্তর দিলেন, তাঁর গতিবিধির উপর নজর রাখার জন্য তোমরা আমাকে চাকর রেখেছিলে না-কি, যে আমাকে জিজ্ঞেস করছ? যা হোক কতক্ষণ উৎপীড়ন ভোগ করার পর তারা সব দিক চিন্তা করে আলীকে ছেড়ে দিল। আলীকে ছেড়ে দিয়ে আবূ জাহেল সদলবলে আবূ বকরের বাড়ীতে এসে দরজায় সজোরে আঘাত করতে লাগল। বিবি আসমা ও তাঁর ছোট বোন বিবি আয়েশা তখন বাড়ীতে অবস্থান করছেন। ব্যাপার কি তা বুঝতে আসমার বাকি থাকল না। কিন্তু তিনি এতে বিচলিত হলেন না। তিনি নিজের কাপড় ভালভাবে দেহে জড়িয়ে নিয়ে দরজায় এসে তা খুলে দিলেন। শয়তান আবূ জাহেল সামনে দণ্ডায়মান। সে বিকট মুখভঙ্গী করে জিজ্ঞেস করল 'তোর' পিতা কোথায়'? আসমা ধীরভাবে উত্তর দিলেন, বলতে পারছি না। এ কথা বলার সাথে সাথে নরাধম বিবি আসমার গালে এমন প্রচণ্ড বেগে চড় মারল যে, সে আঘাতে তাঁর কানের 'বালি' ছিঁড়ে গেল।" (ইবনু হিশাম, তাবারী)

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় চলে গেছেন এই দুঃসংবাদ– অবিলম্বে মক্কায় প্রচারিত হয়ে গেল। তখন তাদের ক্ষোভ, দুঃখ, ক্রোধ ও অভিমান একেবারে চরমে উঠেছে। উদভ্রান্ত কুরাইশ দলপতিগণ তখন ঘোষণা করল ঃ একশত উট পুরস্কার। মুহাম্মাদ বা আবূ বকরের জীবন্ত দেহ অথবা তাদের মুণ্ড যে আনতে পারবে। (বুখারী, ফাতহুল বারী)

আরবরা একে স্বাভাবিকভাবে দুর্ধর্ষ প্রকৃতির, তাতে আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি তাদের ভঙ্কর ক্রোধ, এর উপর এই পুরস্কার ঘোষণা। মুহাম্মাদ ও আবূ বকরের মুণ্ড আনার জন্য অশ্বে, উটে ও পায়ে হেঁটে অনেক লোক ছুটল।

এদিকে যাত্রীদ্বয় গুহায় অবস্থানকালে ঘাতকদল খুঁজতে খুঁজতে সেখানে এসে উপস্থিত হল। আবু বকর বলছেন– "আমি মাথা উঁচু করে দেখি ঘাতকদল একেবারে আমাদের নিকটবর্তী হয়ে পড়েছে। তখনই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ ব্যাপারে নিবেদন করলে তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আবূ বকর দু'জনের কথা কি বলছ?

আমরা দু'জন নই, আল্লাহ আমাদের তৃতীয়। (বুখারী)

কুরআন মাজীদে এই ঘটনার উল্লেখ আছে ঃ

"যখন কাফিরগণ তাকে দেশান্তরিত করে দিয়েছিল– দু'জন মাত্র, –দু'জনের একজন তিনি (মুহাম্মাদ)। যখন তারা গুহায় অবস্থান করছিল, (এবং কাফিরগণের খোলা তরবারীর নিচে নিজেদের নিঃসহায় অবস্থা ও আসন্ন মৃত্যুর বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করে সত্যের ধ্বংসের আশঙ্কায় যখন তার সঙ্গী বিচলিত হয়ে পড়েছিল) তিনি আপন সহচর (আবূ বকর)-কে বললেন– চিন্তিত হয়োনা বিষন্ন হয়ো না, (আমরা দু'জন মাত্র নই) আল্লাহ তা'আলা আমাদের সাথে আছেন।" (সূরা ঃ আত-তাওবাহ)

সুরাকার আক্রমণ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুহা থেকে বের হয়ে যাত্রা করছেন, এমন সময় জনৈক আরব দূর থেকে এটা দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি নিজ পল্লীতে আসল। পল্লীর প্রধানগণ তখন এক মজলিসে বসে গল্পগুজব করছিল। আগন্তুক অস্থির কণ্ঠে সংবাদ দিল, একটি ক্ষুদ্র যাত্রীদল সমুদ্র উপকূলের দিকে যাচ্ছে, আমার বিশ্বাস– মুহাম্মাদ ও তাঁর সহচরগণই ঐ পথ দিয়ে পলায়ন করছে। সুরাকা সেখানে বসেছিল, সে বুঝতে পারল যে, সংবাদদাতা ঠিকই অনুমান করেছে। কিন্তু শত উটের মূল্যবান পুরস্কার আর মুহাম্মাদ হত্যার ফল সে একাই লাভ করবে, এটাই সুরাকার দৃঢ় সঙ্কল্প। কাজেই সে চালাকি করে বলল– না না, মুহাম্মাদ বা তার সহচরবৃন্দ নয়, আমি ভালভাবে জানি। অমুক অমুক লোক তাদের পালিত পশুর সন্ধানে বের হয়েছে, আমি তাদেরকে দেখেছি। সুরাকা এমনভাবে এ কথাগুলো বলল যে, তার কথার সত্যতায় আর কোন সন্দেহ রইল না। কাজেই কেউ সেই যাত্রীদলের অনুসরণে বের হল না। সুরাকার দৃঢ় পণ,

ভীষণ সঙ্কল্প; সে স্বয়ং একাকী মুহাম্মাদের মুণ্ডপাত করবে, একাই কৃতকার্য ও পুরস্কার লাভ করবে, তাই আজ সে স্বগোত্রীয়দের নিকট মূল ব্যাপার গোপন করল। না হলে আজ সুরাকার সাথে সাথে আরও কত দুর্ধর্ষ আরব এই নিরস্ত্র নিঃসম্বল যাত্রীদের উপর আপতিত হত। এটা কম অলৌকিকতা নয়। সুরাকা অল্পক্ষণ সেই সভাক্ষেত্রে বসে ধীর পদক্ষেপে সেখান থেকে বাড়ী আসল, নানাবিধ ভীষণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঘরের পিছন দিক দিয়ে বের হয়ে পড়ল এবং দ্রুতবেগে দ্রুতগামী অশ্ব চালিয়ে সমুদ্র উপকূলের দিকে ছুটতে লাগল। দেখতে দেখতে সে মদীনা যাত্রীদের নিকটবর্তী হতে লাগল। অসতর্কতার ফলে এক সময় সুরাকার অশ্ব একটি পাথর খণ্ডে ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস জর্জরিত সুরাকার মনে খটকা লাগল। তখন আরবের প্রচলিত প্রথানুসারে, তীর বের করে বর্তমান যাত্রার ফলাফল দেখতে লাগল। সে তার সঙ্কল্পে কৃতকার্য হতেঁ পারবে কিনা, এটাই তার গণনার বিষয় ছিল। গণনা ফলে 'না' বের হল। সুরাকা দুর্ধর্ষ আরব, মহাশক্তিশালী বীর– নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত। কিন্তু তার মস্তিষ্ক শক্তিপূর্ণ, তার হৃদয় দুর্বল, কারণ অন্ধ বিশ্বাসের মারাত্মক জীবানুগুলো তার প্রকৃত শক্তিকে খেয়ে ফেলেছে। কাজেই গণনাকালে 'না' দেখে সুরাকা কিছুটা বিষণ্ন ও নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল। কিন্তু অল্পক্ষণ ইতস্ততঃ করে সে গণনা ফলকে অগ্রাহ্য করে অগ্রসর হল। সুরাকা হয়ত মনে করল সম্ভবতঃ গণনারই ভুল হয়েছে।

সুরাকা বলছে ঃ "আমি আবার এগোবার চেষ্টা করলাম, অশ্ব ধাবিত করে তাঁদের নিকটবর্তী হলাম। আবূ বকর তখন সতর্কতার সাথে চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধীর-স্থিরভাবে সম্পূর্ণ অবিচলিতভাবে উটের উপর বসে আছেন, তন্ময় হয়ে কুরআনের পবিত্র আয়াতগুলো তিলাওয়াত করছেন। তিনি একবারও মাথা তুলে কোনদিকে দেখছেন না।" যা হোক, সুরাকা তখন দিগ্বিদিক না দেখে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। কিন্তু এই উত্তেজনা ও অসতর্কতার ফলে অধিকদূরে অগ্রসর হতে না হতেই ঘোড়ার সামনের দুই পা ভূ- গর্ভে পুঁতে গেল। সুরাকার অশ্ব তখন উদ্ধারের জন্য চীৎকার করতে লাগল। তার পায়ের

আঘাতে সেখানে ধূলা উড়ে স্থানটিকে অন্ধকার করে ফেলল। সুরাকা বহু চেষ্টা করল। কিন্তু সবকিছুই বিফল হয়ে গেল। তখন প্রথম গণনা ফলের কথা তার মনে জেগে উঠল। সে আবার খুব সতর্কতার সাথে গণনার তীর বের করে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসারে ফলাফল দেখার চেষ্টা করল। এবারও গণনায় 'না' ফল বের হল। ঘোড়ার এই দুরবস্থার পর দ্বিতীয় গণনার এই অপ্রীতিকর ফল দেখে সুরাকার অন্ধ বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয় একেবারে দমে গেল। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলার উপর আত্মবিশ্বাস ও অটুট বিশ্বাস এবং মুস্তফা-চিত্তের অপূর্ব দৃঢ়তা ও অচঞ্চল ভাব দেখে সুরাকা ভয়ে ও আশ্চর্যে বিহ্বল হয়ে পড়ল। সুরাকা নিজেই বলছেন– "তখনকার অবস্থা দেখে আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে, মুহাম্মাদ নিশ্চয়ই জয়যুক্ত হবেন" যা হোক, সুরাকা তখন ভীতস্বরে চীৎকার করে বলল, "হে মক্কার সওয়ারগণ! একটু দাঁড়াও, আমি সুরাকা, আমার কিছু কথা আছে, কোন অনিষ্টের ভয় নেই।"

তখন সুরাকা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটবর্তী হয়ে কুরাইশদের ঘোষণা ও স্বীয় সংকল্পের কথা ব্যক্ত করল এবং নিজের উঁট, খাদ্যসম্ভার ও অস্ত্র-শস্ত্রাদি তাঁদেরকে গ্রহণ করতে অনুরোধ করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এসব কিছুর কোন প্রয়োজন আমাদের নেই, তুমি আমাদের সন্ধান কাউকেও না বলে দিলেই আমরা উপকৃত হব। তখন সুরাকা প্রার্থনা করল, আমার জন্য একটা পরওয়ানা লিখে দিন, প্রয়োজন হলে আমি তা প্রদর্শন করে উপকৃত হতে পারব। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশ মতে তিনি (আবূ বকর (রাঃ) একখণ্ড চামড়ার উপর ঐরূপ পরওয়ানা লিখে দিলেন। অতঃপর সুরাকা ফিরে আসল এবং যাত্রীদল মদীনার পথে চলে গেলেন।

যুবাইর ইবনু আওয়াম এবং আরও কতিপয় সাহাবা বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়ায় গিয়েছিলেন। পথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তাঁদের সাক্ষাত হল। যুবাইর এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবূ বকরের ব্যবহারের জন্য কয়েক খণ্ড সাদা কাপড় উপহার দিলেন, তাঁরা উভয়ে তা পরিধান করেন। (বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি)

কুবা পল্লীতে শুভাগমন ও মসজিদ নির্মাণ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে মদীনা যাত্রা করেছেন, মদীনাবাসী মুসলমানগণ যথাসময়ে এ সংবাদ জানতে পেরেছিলেন। সুতরাং শহর ও শহরতলীর জনসাধারণের– বিশেষতঃ মুসলমানদের আনন্দ ও উৎসাহের সীমা রইল না।

মদীনার মুসলমানগণ প্রত্যহ সকালে উঠে নগর-প্রান্তরে এসে উপস্থিত হতেন এবং সূর্যকিরণ প্রখর না হওয়া পর্যন্ত আশা-আকাঙ্খা ও আনন্দিত চিত্তে সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমন প্রতীক্ষায় বসে থাকতেন। যেদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় শুভাগমন করবেন, সেদিনও তাঁরা যথানিয়মে অপেক্ষা করার পর দুপুরে নগরে ফিরে গেলেন। তাঁদের প্রত্যাবর্তনের অল্পক্ষণ পরেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সহচরবৃন্দ মদীনার উপরিভাগের কুবা নামক পল্লীতে এসে উপস্থিত হলেন। জনৈক ইয়াহুদী দূর্গ প্রাচীর থেকে দেখতে পেল– উজ্জ্বল বসন পরিহিত একদল পথিক শহরতলীর নিকটবর্তী হচ্ছেন। আগন্তুক কারা, তা আর তার বুঝতে বাকী রইল না। সে সেখান থেকে চীৎকার করে বলতে লাগল, "হে আরবীয়গণ! অগ্রসর হও, ঐ দেখ, তোমাদের সেই 'ধনী' আসছেন।" (বুখারী)

ইয়াহুদীর চীৎকার শতকণ্ঠে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে নগরময় আনন্দ ও উৎসাহের মহা-কোলাহল জাগিয়ে তুলল। মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভ্যর্থনার জন্য ছুটাছুটি করে অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে আসতে লাগলেন। বানী আমর ইবনু আউফ গোত্র নগর প্রবেশের পথে অবস্থান করতেন, বহু প্রবাসী মুসলমান তাঁদের আতিথ্য গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। বহু প্রত্যক্ষদর্শী রাবী বলছেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শুভাগমন বার্তা ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথে বানী আমর

গোত্রের পল্লী হতে ঘন ঘন আনন্দরোল উত্থিত হতে লাগল; মুহুর্মুহু "আল্লাহ আকবার" ধ্বনিতে পল্লীপ্রান্তর কেঁপে উঠল। প্রথম রবিউল আউয়াল মাসের ৮ তারিখ, ঠিক দুপুরের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুবা প্রান্তরে উপনীত হলেন।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম এবং পরস্পর কুশলবাদ ও সাদর-সম্ভাষণের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবূ বকর ভক্তদের সাথে মদীনার কুবা নামক পল্লীতে বানী আমির বংশের কুলসুম ইবনু হিদ্‌মের বাড়ীতে উপনীত হলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুবা পল্লীতে চৌদ্দ দিন অবস্থান করেন। (বুখারী)

এ সময়ের মধ্যে স্থানীয় মুসলমানদের সাহচর্যে সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করে দেন। কুরআন শরীফে এই মসজিদের ও কুবাবাসী মুসলমানদের প্রশংসামূলক আয়াত বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই মসজিদই ইসলামের প্রথম ইবাদতগাহ। (আবূ দাউদ, ফৎহুল বারী)

নগরে প্রবেশ

চতুর্দশ দিবস শহরতলী কুবা পল্লীতে অবস্থান করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আত্মীয় নাজ্জার বংশের লোকদেরকে তাঁর মদীনা যাত্রার সঙ্কল্পের কথা জানালেন। এ দু'সপ্তাহ আগ্রহ ও অপেক্ষায় কেটে গেছে, এখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমন সংবাদ পেয়ে তাঁদের আনন্দ ও উৎসাহের আর অবধি রইল না। বিজাতির প্রথানুসারে সবাই তরবারী ঝুলিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভ্যর্থনার জন্য বের হলেন। (বুখারী)

নগরের অন্যান্য মুসলমান ও জনসাধারণের মধ্যেও অতি তাড়াতাড়ি এই শুভ সংবাদটি প্রচারিত হয়ে পড়ল এবং মদীনার ছোট বড় সবাই আনন্দে নেচে উঠল। সেদিন শুক্রবার, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাভিমুখী যাত্রা করেছেন। (তাবারী)

নগরের ছাদ ও বারান্দাগুলো আগ্রহী ও উৎসুক নর-নারীতে পরিপূর্ণ। যে সকল পুরুষ পথে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করার সুযোগ পেলেন না, তাঁরা ও স্ত্রীলোকেরা গৃহের ছাদে উঠেছেন। পথে অল্পবয়স্ক বালকগণ মদীনার গলিতে গলিতে 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইয়া রাসূলাল্লাহ বলে চীৎকার করছে।
(মুসলিম ২-৪১৯)

যে স্থানে মদীনার মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানে এসে উট বসে পড়ল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, আল্লাহ তা'আলা চান তো এই হচ্ছে আমার আশ্রয় স্থান। (বুখারী)

বলা বাহুল্য যে, এটাই নাজ্জার বংশের পল্লী। মহাভাগ্যবান আবূ আইয়ূব আনসারীর বাড়ী এর পার্শ্বে অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উট থেকে অবতরণ করলে ভক্ত আবূ আইয়ূব আনসারী এসে নিবেদন করলেন– উটের গদিগুলো আমি নিয়ে যাব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে অনুমতি দিলেন। (বুখারী)

বদর যুদ্ধ

ভোরের সূর্যরশ্মি বিকশিত হওয়ার সাথে সাথে উভয় সৈন্যদলে সাজ সাজ সাড়া পড়ে গেল। সহস্রাধিক কুরাইশ সৈন্য নানা অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হল। শতাধিক বিখ্যাত আরব বীর আরবীয় অশ্বপৃষ্ঠে সেনাপতির নির্দেশের অপেক্ষা করছে। তাদের ডানে-বামে, আগে-পিছে তৎকালীন যুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে দুর্ভেদ্য প্রাচীর রচনা করা হয়েছে। মক্কার কবি ও প্রধান নায়কবৃন্দ মধ্যস্থলে অবস্থান করে দুর্ধর্ষ আরবগণকে ইসলামের, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছে। অন্যদিকে মাত্র ৩১৩ জন মুসলমান কতকগুলো পুরাতন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ময়দানের অপর প্রান্তে দাঁড়ান। এই নগণ্য সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে তিনশ' তেরজন মুসলমান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সমবেত হলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন ভাবে বিভোর হয়ে আছেন, মুসলমানগণ তাঁর আদেশে ধীরস্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। এমন সময় কুরাইশদের পক্ষ থেকে তীর নিক্ষেপ হতে লাগল। দেখতে দেখতে একটা তীর 'মিহ্‌জা' নামক সাহাবীর বক্ষস্থল বিদ্ধ করল। মিহ্‌জা লুটে পড়লেন এবং শাহাদাত বরণ করে শাহিদের কাতারে শামিল হলেন। কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করতে করতে মাটিতে পড়ে গেলেন। ইনিই ছিলেন বদর যুদ্ধের সর্বপ্রথম শহীদ। **(ইসাবা)**

দু'দলের তুমুল সংগ্রাম, অস্ত্রের ঝনঝনানি, যুদ্ধের কোলাহল যখন বদরের আকাশ-বাতাসকে ভীষণভাবে আলোড়িত করছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সেখান থেকে চলে এসে পুনরায় সেই আরিশে প্রবেশ করলেন। তিনশ ভক্ত নিজেদের তিনগুণেরও বেশী ধর্মদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধে নিয়োজিত হয়েছেন। কুরাইশগণ এসেছে মুক্তির পথ ইসলামকে সমূলে উৎপাটন করার সঙ্কল্পে। আর মুসলমানগণ নিরস্ত্র বললেই চলে; একমাত্র আল্লাহর নাম ব্যতীত তাঁদের আর কোন সম্বল নেই। তাঁরা এসেছেন প্রাণের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলার নামকে জয়যুক্ত করতে। মুসলমানগণ ধ্বংস হয়ে যায় যাক, কিন্তু তাওহীদের ঝংকার যে চিরকালের জন্য থেমে না যায়, মুসলমান যেই তাওহীদের একমাত্র বাহক। এ প্রকার চিন্তায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মন আলোড়িত হয়ে উঠল। তিনি আল্লাহ তা'আলাকে পুনঃ পুনঃ আকুল আবেদন করে সিজদায় পড়ে গেলেন এবং আগের মত প্রার্থনায় সম্পূর্ণরূপে তন্ময় হয়ে গেলেন। সা'আদ ইবনু মা'আজ এ অবস্থা দেখে কয়েকজন আনসার বীরকে সাথে নিয়ে আরিশের দরজায় পাহারা দিতে লাগলেন। আলী বলছেন– "আমি যুদ্ধ করতে করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খবর নেবার জন্য তিনবার আরিশে প্রবেশ করেছিলাম। তিনবারই দেখলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় পড়ে একেবারে আপনহারা অবস্থায় প্রার্থনায় নিমগ্ন আছেন। তিনবারই শুনলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন ঃ

يا حي يا قيوم برحمتك استغيث *

"হে চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী! আমি তোমার দয়া প্রার্থনা করছি।"

উমর ফারুক্ব বলছেন ঃ যুদ্ধের প্রারম্ভকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিবলামুখী হয়ে দু'হাত উপরে উঠিয়ে প্রার্থনা করতে লাগলেন ঃ

اللهم انجزلى ماوعدتنى ! اللهم ات ماوعدتنى ! اللهم انك ان

تهلك هذه العصابة من اهل الاسلام لاتعبد فى الارض *

"হে আমার আল্লাহ! আমার সাথে যে ওয়াদা করেছ, তা পূর্ণ কর; হে আমার আল্লাহ আমাকে যা দিবার ওয়াদা করেছ, তা দান কর! আল্লাহ! বিশ্বাসীগণের এ দলটিকে যদি তুমি ধ্বংস করে ফেল, তা হলে পৃথিবীতে আর তোমার উপাসনা হবে না।" (মুসলিম)

বালকের সংকল্প ও আবূ জাহাল নিহত

এদিকে ময়দানে তুমুল যুদ্ধ চলছে। সত্যের সেবক মুসলিম বীরবৃন্দ এক একবার আল্লাহ নামের জয়ধ্বনি করছেন এবং এক একজন যেন শত সৈনিকের শক্তি নিয়ে শত্রুদমনে নিয়োজিত হচ্ছেন। কুরাইশ দলপতি উৎবা পূর্বেই নিহত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইসলামের আর একটি প্রধান শত্রু ছিল– নরাধম উমাইয়া ইবনু খালফ। আনসার বীরদের হাতে সেও নিহত হয়। আবূ লাহাব বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি, নিজের পরিবর্তে একজনকে পাঠিয়ে দিয়েছিল। আবূ সুফিয়ানও যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়নি। সুতরাং তখন এক আবূ জাহালই কুরাইশ সৈন্যদলের একমাত্র বল-বুদ্ধি। আব্দুর রহমান ইবনু আউফ বলছেন– "আমি অন্যান্য মুজাহিদগণের সাথে যুদ্ধে নিয়োজিত আছি। এমন সময় দেখি, দুইটি বালক যুদ্ধক্ষেত্রে এদিক ওদিক কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। অল্পক্ষণ পর অন্য যুবকটি এসেও ঐভাবে আবূ জাহালের সন্ধান নিতে

লাগল। আমি তখন বিশেষ কৌতূহল নিয়ে তাদের জিজ্ঞেস করলাম তোমরা আবূ জাহালকে খুঁজছ কেন? বালকদ্বয় উত্তর দিল– আমরা আল্লাহ তা'আলার নামে প্রতিজ্ঞা করেছি– আবূ জাহালের সাক্ষাৎ পেলেই তাকে হত্যা করব। তাই আজ সে প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছি। আব্দুর রহমান ইবনু আউফ বলছেন, এই তরুণ যুবকদের মুখে তাদের সঙ্কল্পের কথা শুনে আমি যারপর নাই আনন্দিত হলাম এবং আবূ জাহালকে দেখিয়ে দিলাম।

আবূ জাহাল তখন কুরাইশ সৈন্যদলের কেন্দ্রস্থলে সৈন্য বেষ্টিত হয়ে অবস্থান করছিল। কুরাইশ সৈন্যদলের কতিপয় প্রধান প্রধান বীর তার বিশেষ দেহরক্ষক রূপে নিযুক্ত হয়েছে, সতর্কতার একটুও ত্রুটি নেই। এমন সময় মা'আয ও মু'আওয়া নামক উপরে বর্ণিত দু'ভাই খোলা তরবারী হাতে আবূ জাহালের দিকে ধাবিত হয়ে নিমেষের মধ্যে বেষ্টনীর কাছে চলে আসল। আক্রমণের ফলে কুরাইশ সৈন্যগণ যেন একটু হতভম্ব হয়ে পড়ল এবং "ব্যাপার কী" –তার সঠিক সংবাদ নিতে নিতে তারা একেবারে আবূ জাহালের মাথার উপরে উপস্থিত। এসময় আবূ জাহালের পুত্র ইকরামা মা'আযের বাম হাতে তরবারীর আঘাত করে তাঁর গতিরোধ করতে যায়। কিন্তু মা'আয সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না অথবা ইকরামার আক্রমণের প্রতিশোধ নেবার জন্য প্রস্তুত হলেন না। তার একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আবূ জাহাল। সুতরাং আঘাতে জর্জরিত হয়েও ইসলামের এ বালক মুজাহিদদ্বয় একমাত্র আবূ জাহালকে লক্ষ্য করে তীরবেগে ধাবিত হলেন। একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ইকরামার তরবারীর আঘাতে মা'আযের বাম হাতটির অধিকাংশ কেটে গিয়ে ঝুলতে থাকে। মা'আয দেখলেন, তাঁরই বাহু এখন তাঁর পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তখন আর দেরি সইল না, মা'আয ঝুলন্ত হাতটি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন। তখন তিনি বিশেষ আনন্দের সাথে লক্ষ্যস্থলের দিকে অগ্রসর হয়ে গেলেন। দেখতে দেখতে ভ্রাতৃদ্বয়ের সমবেত আঘাতে আবূ জাহালের রক্তরঞ্জিত দেহ ধুলায় গড়াগড়ি যেতে লাগল। বলা বাহুল্য যে, বাহ্যিক হিসাবে এই ভ্রাতৃদ্বয়ই বদর বিজয়ের প্রধান উপকরণ।

সত্যের জয়

বীরবৃন্দের হাতে দেখতে দেখতে অন্ততপক্ষে ৭০ জন কুরাইশ সৈন্য নিহত হল। যে ১৪ জন কুরাইশ প্রধান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে নায়কত্ব করেছিল, তাদের মধ্যে ১১ জন এই যুদ্ধে নিহত হল। নিহত লোকদের মধ্যে উৎবা, শাইবা, আবূজাহাল, আবূ সুফিয়ানের পুত্র হানজালা প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এভাবে বহু সৈন্য হতাহত এবং অধিকাংশ প্রধান ব্যক্তিবর্গকে নিহত হতে দেখে কুরাইশ সৈন্যদলের মধ্যে ত্রাস ও আতঙ্কের সৃষ্টি হল এবং তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করতে লাগল। মুসলমানগণ তখন অস্ত্র ব্যবহার বন্ধ করে দিয়ে পলায়নরত শত্রু সেনাবর্গকে বন্দী করতে আরম্ভ করলেন। ইতিহাসে স্পষ্ট উল্লেখ হয়েছে যে, মুসলমানগণ যদি তখন অস্ত্র ব্যবহার বন্ধ না করত, তা হলে বহু কুরাইশ সৈন্য তাঁদের তরবারীর তলে পতিত হত। আরিশের দ্বাররক্ষক সা'আদ এ সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট অভিযোগও করেছিলেন। কিন্তু তিনি এ সময় অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেননি। যুদ্ধের পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে বিশেষ তাকীদ সহকারে বলে দিয়েছিলেন– "কুরাইশদের মধ্যে কতগুলো লোক অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুদ্ধে যোগদান করতে বাধ্য হয়েছে। সাবধান, তাদেরকে কেউ আঘাত করোনা।" এ যুদ্ধে কুরাইশ পক্ষের ৭০ জন সৈন্য মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। ইতিহাসে আহত ও নিহত কুরাইশদের নাম ও বংশ পরিচয় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। তখনকার প্রচলিত সামরিক রীতিনীতি অনুসারে মুসলমানগণ এ বন্দীদেরকে হত্যা করে ফেলতে অথবা দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখতে পারতেন। এদের পূর্বেকার নৃশংস অত্যাচার এবং ভবিষ্যতের আশঙ্কা স্মরণ করলে মনে হয় যে, এদেরকে ধ্বংস করে ফেলাই উচিত ছিল। কিন্তু দয়ার সাগর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আদেশ করলেন, "বন্দীদের সাথে যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করবে।" আবূ আজীজ নামক জনৈক বন্দী নিজ মুখে বলেছেন ঃ "মুহাম্মাদের আদেশক্রমে মুসলমানগণ দু'বেলা আমাদের জন্য রুটি তৈরী করে দিত, আর নিজেরা খেজুর খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করত। আহারের কোন উত্তম জিনিস হস্তগত হলে নিজেরা না খেয়ে তা আমাদেরকে খেতে দিত।"

বন্দীদের সম্বন্ধে যথাসম্ভব সুব্যবস্থা করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহত ব্যক্তিদের দাফনের কাজে মনোনিবেশ করলেন। মুসলমানদের পক্ষে ৬ জন মুহাজির এবং ৮ জন আনসার মোট ১৪ জন এই যুদ্ধে শাহাদাত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মুসলমানগণ তাঁদেরকে দাফন করলেন। নিহত কুরাইশ সৈন্যগণের লাশগুলো বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ময়দানে পড়েছিল। সেগুলোকে সেভাবে ফেলে আসা সঙ্গত বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনে করলেন না। তাই এদের জন্য একটা বড় কবর খনন করা হল এবং সেই অর্ধগলিত দুর্গন্ধ লাশগুলোকে সাহাবাগণ নিজেরা বয়ে এনে তাতে সমাধিস্থ করলেন। এই অধ্যায়ে বর্ণিত বিবরণগুলো বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, মুসনাদ তাইসীর, কানযুল উম্মাল প্রভৃতি হাদীসগ্রন্থের বিভিন্ন রিওয়ায়াত এবং ইবনু হিশাম, তাবারী, তাবাকাত, ওয়াউল ওয়াফা, মাওয়াহিব ও হালবী প্রভৃতি ইতিহাস হতে সংকলিত। এই বিবরণগুলো সম্বন্ধে বিশেষ কোন মতভেদ না থাকায় স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক বিবরণের বরাত দেয়া হল না।

কুরাইশদের পুনরায় যুদ্ধের সংকল্প

বদর যুদ্ধে ভীষণভাবে পরাজিত হবার পর কুরাইশদের বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা শতগুণে বেড়ে গেল এবং তারা মুসলমানদেরকে দুনিয়ার বুক থেকে মুছে ফেলার জন্য যথাসাধ্য উদ্যোগ-আয়োজন করতে লাগল। গতবার হঠাৎ আক্রমণ করে বসায় তাদেরকে যে রকম ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছিল এবং ঐ যুদ্ধে অল্পসংখ্যক মুসলিম বীর যে অসাধারণ বলবীর্যের

পরিচয় প্রদান করেছিলেন, কুরাইশ দলপতিদের তা বিশেষভাবে স্মরণ ছিল। কাজেই এবার তারা এ সমস্ত বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেই উদ্যোগ আয়োজনে নিয়োজিত হল। অল্পদিনের মধ্যে নানা স্থান থেকে বহু দুর্ধর্ষ আরব যোদ্ধা মক্কায় সমবেত হয়ে গেল এবং দেখতে দেখতে তিন হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী মদীনা আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হল।

যাত্রার সময় কুরাইশরা তাদের প্রধান দেবতা হুবল ঠাকুরকে সাথে নিতে ভুলল না। সৈন্যবাহিনীর পুরো ভাগে কুরাইশের জয় পতাকা। পতাকার পেছনে দেখতে বিকট বিরাটাকায় হুবল ঠাকুর উঁচু চতুর্দোলার উপর রয়েছে। ঠাকুরের পেছনে কতকগুলো কুরাইশ নারী যুদ্ধের ইন্ধন যোগাবার জন্য চলছে। তারা রণবাদ্য বাজিয়ে এবং যুদ্ধ-সঙ্গীত গান করে এ বিপুল কুফরবাহিনীর প্রতিহিংসাকে উত্তেজিত করে তুলছিল। আরবের বিখ্যাত বীর খালিদ ইবনু ওয়ালিদ দু'শ সুসজ্জিত অশ্ববাহিনী নিয়ে তাদের পিছনে দণ্ডায়মান। তারপর সাতশ উষ্ট্রারোহী দুর্ধর্ষ আরব বীর লৌহবর্মে আপাদমস্তক ঢেকে অপেক্ষা করছে। এভাবে তিনহাজার সৈন্যের এ বিরাট বাহিনী সত্যকে সমূলে উৎপাটিত করার জন্য মদীনার পথে যাত্রা করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা কুরাইশের এ উদ্যোগ আয়োজন দেখে যারপর নাই বিচলিত হয়ে পড়লেন এবং জনৈক অনুগত লোককে একখানা পত্রসহ মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। আব্বাসের প্রেরিত দূত বিশেষ চেষ্টা করে কুরাইশ বাহিনীকে পেছনে রেখে মদীনায় উপস্থিত হল।

কুরাইশের এই বিপুল সাজসজ্জার সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধীর গম্ভীর স্বরে বললেন ঃ

حسبنا الله ونعم الوكيل - نعم المولى ونعم النصير *

অর্থাৎ, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্ম নির্ধারক, তিনি উত্তম অভিভাবক এবং উত্তম সাহায্যকারী।

"অসংখ্য সৈন্য ও বিরাট আয়োজন সহকারে কুরাইশরা আমাদেরকে ধ্বংস করতে আসছে। আসুক! আমাদের আল্লাহ আছেন তিনি আমাদের অবলম্বন, তিনিই আমাদের সম্বল, তিনি আমাদের সহায়। তিনি একাকীই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।" অতঃপর শত্রুদের সংবাদ জানার জন্য তখন দু'জন সাহাবীকে মদীনার বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তারা ফিরে এসে সংবাদ দিলেন যে, কুরাইশ সৈন্যবাহিনী একেবারে মদীনার নিকটবর্তী হয়ে পড়েছে।

মুসলিম সৈন্যদের উহুদ প্রান্তে যুদ্ধযাত্রা

পাঠকগণ কুরাইশদের উদ্যোগ-আয়োজন এবং তাদের দলবল ও জনবলের কথা পূর্বেই অবগত হয়েছেন। এখন মুসলমানদের আয়োজনের ব্যাপারটাও দেখুন। জুমু'আর পূর্বে সিদ্ধান্ত স্থির হল এবং আসরের নামায শেষে সবাইকে প্রস্তুত হয়ে আসার জন্য আদেশ দেওয়া হল। আদেশ মাত্র সবাই স্বস্ব গৃহে গেলেন, আর যার যা সম্বল ছিল তাই নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে ফিরে আসলেন। সবাই ধীরস্থির পদক্ষেপে নিজের নিজের অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে মসজিদের সামনে সমবেত হচ্ছেন।

তাদের দলে মোট দু'জন অশ্বারোহী, মাত্র ৭০ জন বর্মাবৃত এবং ৫০ জন তীরন্দাজ সৈন্য সংগৃহীত হল। এছাড়া কারও হাতে তরবারী, কারও হাতে বর্শা। এ সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে এক হাজার মুসলমান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশে নগর প্রান্তরে বের হয়ে পড়লেন। নগর পরিত্যাগ করে কিছুদূর গমন করলে, মদীনার প্রধান মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই নিজের অনুগত দলবলকে সম্বোধন করে বলতে লাগল ঃ

عصانى واطاع الولدان ومن لارای له *

"মুহাম্মাদ আমার কথা শুনলেন না, আমার পরামর্শের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করলেন না। আর কতকগুলো অজ্ঞ বালকের কথা অনুসারে কাজ করলেন। আমি তার সাথে যাব কেন? চল আমরা সবাই ফিরে যাই।"

এই সাতশ বীর উহুদ পর্বতকে পেছনে রেখে শত্রু-সম্মুখে দণ্ডায়মান হলেন। পিছনে পর্বতমালার মধ্যে একটি গিরিপথ ছিল। যাতে শত্রু সেনা পেছনদিক দিয়ে মুসলমানকে আক্রমণ করতে না পারে, এজন্য পঞ্চাশ জন তীরন্দাজকে ঐ গিরিপথ রক্ষা করার জন্য নিযুক্ত করা হল। আব্দুল্লাহ-ইবনু যুবাইর এ দলের নায়ক পদে নিয়োজিত হলেন। আব্দুল্লাহ নিজের এই ক্ষুদ্র সেনাদলটিকে নিয়ে পাহাড়ের একটি সুরক্ষিত স্থানে ঘাঁটি পেতে বসলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে বিশেষ তাকীদ করে বলে দিলেন– "তোমরা কোন অবস্থায় স্থান ত্যাগ করো না। যখনই দেখবে যে, শত্রুসৈন্য গিরিপথ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, তোমরা তখনই তাদের প্রতি তীর বর্ষণ করতে আরম্ভ করবে। জয় হোক, পরাজয় হোক, আমার আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত কোন অবস্থায় এ স্থান ত্যাগ করোনা। এর যেন অন্যথা না হয়— সাবধান!" (বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী)

যুদ্ধের সূচনা

খণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল, মক্কার বিখ্যাত বীর তালহা এর সূত্রপাত করল। তালহা ময়দানে এসে ব্যঙ্গস্বরে মুসলমানদেরকে যুদ্ধে আহ্বান করল। সে অবশেষে বলতে লাগল– মুসলমান! তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি– যে নিজের তরবারী দ্বারা আমাকে নরকে প্রেরণ করতে অথবা আমার তরবারী দ্বারা নিজে স্বর্গে গমন করতে প্রস্তুত? বলা বাহুল্য যে, মুসলমানদের ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতি বিদ্রুপ করেই তালহা এভাবে প্রলাপ বকতে আরম্ভ করেছিল। যা হোক, তাল্হার এ আহ্বান শুনে আলী (রাঃ) অগ্রসর হয়ে বললেন ঃ "আমি আছি; আমি তোমার নরক যাত্রার সাধ মিটিয়ে দিচ্ছি।" এ বলে আলী (রাঃ) সিংহ বিক্রমে তালহার উপর

আপতিত হলেন এবং দেখতে দেখতে তার মাথা ধুলায় লুটিয়ে দিলেন। পিতার এই পরিণাম দেখে তাল্‌হার পুত্র উসমান ছুটে আসল। আমীর হামযা (রাঃ) লাফ দিয়ে তার উপর আক্রমণ করলেন এবং তাঁর তরবারীর আঘাতে উসমানের দেহ দ্বিখণ্ডিত হয়ে ভূপতিত হল। পরপর দুজন নায়কের শোচনীয় পরিণাম দেখে কুরাইশগণ ভীত হয়ে পড়ল এবং খণ্ড যুদ্ধ স্থগিত করে তারা সবাই সমবেতভাবে মুসলমানদেরকে আক্রমণ করল।

তখন তিন হাজার দুর্ধর্ষ আরব, হুবল ঠাকুরের নামে জয়নিনাদ করতে করতে সাতশ মুসলমানকে আক্রমণ করল। মুসলমানদের মুখে অহঙ্কারের বাণী নেই, দম্ভ নেই, তাঁরা ধীরস্থিরভাবে দাঁড়িয়ে কুরাইশদের প্রথম আক্রমণের বেগ প্রতিহত করতে লাগলেন। একদিকে উষ্ট্রারোহী সেনা দলের প্রচণ্ড আক্রমণ, অন্যদিকে শত শত পদাতিকের অস্ত্রবর্ষণ; কিন্তু মুসলমানগণ তিনদিক থেকে বেষ্টিত ও আক্রান্ত হয়েও বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। সাগরবক্ষের উত্তাল ঢেউ যেমন তীরস্থিত পর্বতে প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করতে থাকে, বিপুল কুরাইশ বাহিনী সেরূপে মুসলিম বাহিনীর উপর আক্রমণ করতে থাকল।

এরপর ঐ ঢেউ যেমন পর্বতগাত্রে মাথা ঠুকে আপনা আপনিই চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, আবূ সুফিয়ানের বিরাট বাহিনী সেভাবে ভেঙ্গে চুরে বিক্ষিপ্ত হতে লাগল। বিশেষতঃ আলী, হামযা, আবূ দুজানা, এবং তাল্‌হা (রাঃ) প্রভৃতি সাহাবাগণ এ সময় যে প্রকার অতুলনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন, মুসলমানদের জাতীয় ইতিহাসে তা চিরকালই সোনার অক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে।

কুরাইশদের প্রথম আক্রমণের বেগ প্রতিহত করেই মুসলমানগণ কুরাইশ বাহিনীকে আক্রমণ করলেন। বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে এবং প্রায় সব ইতিহাসে এ মহামতি মুজাহিদদের বীরত্ব কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। মুসলমানগণ প্রথমেই শত্রু বাহিনীর কেন্দ্রে আক্রমণ করলেন। এ কেন্দ্রেই তাদের পতাকা প্রতিষ্ঠিত ছিল। দেখতে দেখতে কুরাইশদের জয় পতাকা ভূলুণ্ঠিত হল। তা দেখে আর একজন

কুরাইশ যোদ্ধা লাফ দিয়ে সেই পতাকা তুলে ধরল, সেও সেই মুহূর্তে নিহত হল। দেখতে দেখতে বারজন কুরাইশ পতাকা রক্ষার জন্য অগ্রসর হল এবং নিমেষের মধ্যে সকলের প্রাণহীন দেহ যুদ্ধক্ষেত্রে গড়াগড়ি যেতে লাগল। একা আলীই (রাঃ) এদের আটজনকে নিহত করেন। কুরাইশ সেনাপতিগণ শত চেষ্টা করে দেখল, কিন্তু মুসলমানদেরকে কোনভাবেই পশ্চাদপদ করতে পারল না। আরবের বিখ্যাত বীর খালিদ ইবনু ওয়ালিদ অশ্বারোহী সেনাদল সাথে নিয়ে তিনবার গিরিপথ দিয়ে মুসলিম বাহিনীর পেছনভাগ আক্রমণ করার চেষ্টা করল, কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনু-যুবাইরের অধীনস্থ তীরন্দাজ সৈন্যগণের বাণ বর্ষণের ফলে তাকে তিনবারই বিফল মন নিয়ে ফিরে যেতে হল।

সাহাবীদের বীরত্ব ও আমীর হামযার শাহাদাত

শহীদকুল শিরোমণি আমীর হামযা দু'হাতে দু'খানা তরবারী নিয়ে কুরাইশ কাফিরদের মধ্যে ঢুকে পড়লেন এবং দোধারী তরবারী চালিয়ে নরাধমদেরকে নরকে প্রেরণ করতে লাগলেন। কুরাইশগণ এ আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য বহু সৈন্য তাঁর দিকে পরিচালিত করে দিল। কিন্তু এই বীরশ্রেষ্ঠের সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই, তিনি দু'হাতে তরবারী চালিয়ে যাচ্ছেন। দেখতে দেখতে ৩১ জন কুরাইশ বীরের দেহ দ্বিখণ্ডিত করে তিনি একটু থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর নাভির তলদেশ অনাচ্ছাদিত হবার উপক্রম হওয়ায় তিনি 'সামাল' হবার জন্য দাঁড়ালেন, অমনি 'ওয়াহ্শী' নামক মক্কার এক হাব্শী গোলাম তাঁর তলপেট লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষেপ করল। আমীর হামযা (রাঃ) তখন শরীর আচ্ছাদনে ব্যস্ত, ঠিক সে সময় ওয়াহ্শীর বর্শা তাঁর উপরে বিদ্ধ হয়ে পিঠ ভেদ করে চলে গেল। "ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।" আমীর হামযা সে অবস্থাতেও তরবারি উঠিয়ে দাঁড়াতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তখন জান্নাতুল ফিরদাউস থেকে তাঁর ডাক পড়েছে, আল্লাহ তা'আলার নাম নিয়ে আমীর হামযা (রাঃ) ঢলে পড়লেন এবং সে মহূর্তেই তিনি শাহাদাত প্রাপ্ত হলেন। (বুখারী, ইসাবা প্রভৃতি)

আলী (রাঃ) বীর বিক্রমে কুরাইশ বাহিনীর উপর আপতিত হলেন এবং তাঁর প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে সম্মুখবর্তী কুরাইশ সৈন্যরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একখানা তরবারী হাতে নিয়ে বললেন ঃ "কে এটা গ্রহণ করবে, কে এর মর্যাদা রক্ষা করবে? এ তরবারীর একদিকে নিম্নলিখিত পদটি লিখিত ছিল ঃ

في الجبن عار وفى الاقبال مكرمة ـ

والمرء بالجبن لاينجو من القدر *

অর্থাৎ, "কাপুরুষতায় কলঙ্ক এবং অগ্রসর হওয়াতেই সম্মান। আর সত্য কথা এই যে, কাপুরুষতার কলঙ্ক বহন করেও মানুষ নিয়তির হাত এড়াতে পারে না।"

যা হোক, এ তরবারী হাতে ধরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে সম্বোধন পূর্বক বললেন– "কে এটা গ্রহণ করবে, কে এর সম্মান রক্ষা করতে পারবে?" বলা বাহুল্য যে, তাঁর এই মহা সম্বোধনে তরবারী গ্রহণের জন্য চারদিক থেকে শত শত বাহু উপরে উত্তোলিত হয়েছিল। উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে অনেকেই সেটা গ্রহণ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগলেন। কিন্তু অন্য কাউকে না দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ তরবারীটি আবূ দুজানা নামক আনসার বীরের হাতে অর্পণ করলেন। তখন আবূ দুজানার (রাঃ) গর্ব দেখে কে! তিনি মাথায় লাল রুমালের পাগড়ী বেঁধে হেলে দুলে কুরাইশ বাহিনীর উপর আপতিত হলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রদত্ত তরবারী ও তার উপর লিখিত কবিতাটির মর্যাদা রক্ষণে যত্নবান হলেন। আবূ দুজানা এতো খ্যাতনামা বীর, তার উপর আনসারী মুসলমান এবং সর্বোপরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেওয়া তরবারী তাঁর হাতে, সুতরাং তাঁর বল-বিক্রম এবং মানসিক তেজ তখন যে কি পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল, তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। আবূ দুজানা এ তরবারী নিয়ে কুরাইশ সৈন্যদেরকে ধ্বংস করতে করতে অগ্রসর

হচ্ছেন –এমন সময় আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা তাঁর তরবারীর নিচে পড়ে গেল। এমন তুমুল যুদ্ধ, এরকম ভীষণ যুদ্ধ, আর এত উত্তেজনার সময়ও আবূ দুজানার বাহু শিথিল হয়ে আসল। কি সর্বনাশ, এ যে স্ত্রীলোক! আমার হাতে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরবারী! আবূ দুজানা উত্তোলিত তরবারী সংবরণ করে অন্যদিকে গমন করলেন। এভাবে যুদ্ধ করতে করতে যখন তরবারীখানা ভেঙ্গে-চুরে একেবারে বিনষ্ট হয়ে গেল, তখন এ বীর সেবক তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পায়ের সামনে উপহার প্রদান করলেন। (হালবী, ইসাবা)

আদেশ অমান্য করার শোচনীয় প্রতিফল

মুসলিম বীরগণ আর অপেক্ষা না করে সমবেতভাবে সাধারণ আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করতে লাগলেন। কিন্তু সে প্রচণ্ড আক্রমণের বেগ সহ্য করতে না পেরে অল্পকালের মধ্যেই কুরাইশ বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে মুজাহিদগণ তাদের কেন্দ্রস্থলটি অধিকার করে নিলেন এবং কুরাইশগণ তাদের রণসম্ভার পরিত্যাগ করে হটে যেতে লাগল। হিন্দা প্রভৃতি কুরাইশ নারীবৃন্দ তখনকার অবস্থা দেখে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে পলায়নপর হল। এভাবে কুরাইশ সৈন্য একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ার পর মুসলমানগণ তাদের পরিত্যক্ত রণসম্ভার ও আসবাবপত্র সংগ্রহ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরের তীরন্দাজ সৈন্যদল এতক্ষণ পর্বতমূলে অবস্থান করে নিজেদের কর্তব্য পালন করে আসছিলেন। কিন্তু এ আশাতীত জয়ের উল্লাসে এখন তারা নিজেদের দায়িত্ব ভুলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে যে কঠোর তাকীদ করে গিয়েছিলেন, তাঁরা তা ভুলে গিয়ে গণীমত সংগ্রহের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ছুটে যেতে লাগলেন। তাঁদের নায়ক আব্দুল্লাহ তাঁদেরকে স্বীয় স্থান থেকে সরে যেতে যথাসাধ্য নিষেধ করলেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কঠোর নিষেধের কথা স্মরণ করিয়ে

দিলেন। কিন্তু তাঁর অধীনস্থ সৈনিকগণ সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে বলতে লাগলেন– "এখন আমাদের সম্পূর্ণ জয় হয়েছে। এখন আর এখানে বসে থাকব কিসের জন্য?" এ বলে তাঁদের অধিকাংশ সৈনিকই স্থান ত্যাগ করে ময়দানের দিকে ছুটে গেলেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কঠোর আদেশ এবং সেনাপতির নিষেধ অমান্য করার ফলও হাতে নাতে ফলতে আরম্ভ করল। আরবের বিখ্যাত বীর ও রণকুশলী সেনাপতি খালিদ ইবনু ওয়ালিদ তার অশ্ববাহিনী নিয়ে চারদিকে চক্র কেটে সুযোগের সন্ধান করে বেড়াচ্ছিলেন। খালিদ যখন দেখলেন যে মুসলমানগণ গিরিপথ পরিত্যাগ করে চলে গেছে, তখন আর কালবিলম্ব না করে তিনি সে অরক্ষিত পথের দিকে বিদ্যুদ্বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন এবং দেখতে দেখতে পিছন দিক দিয়ে মুসলমানদের মাথার উপর এসে উপস্থিত হলেন। বীরবর আব্দুল্লাহ তাঁর কয়েকজন সহচর নিয়ে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশ পালন করলেন। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে তাঁরা সবাই শাহাদাত প্রাপ্ত হলেন। এদিকে মুসলমান সৈন্যগণ নির্ভাবনায় গণীমতের মাল সংগ্রহ করতে ব্যস্ত আছেন। এমন সময় প্রথমে খালিদের সেনাদল এবং এরপর অন্যান্য সওয়ার ও পদাতিক সৈন্যগণ অতর্কিত অবস্থায় তাঁদেরকে ভীষণভাবে আক্রমণ করল এবং সতর্ক হওয়ার পূর্বেই বুহু মুসলমানকে কুরাইশদের হাতে শহীদ হতে হল। কুরাইশের জাতীয় পতাকা এতক্ষণ মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছিল। খালিদের এ আক্রমণ এবং মুসলমানদের উপস্থিত সংকটাপন্ন অবস্থা দেখে 'আম্‌রা' নাম্নী জনৈকা কুরাইশ বীরাঙ্গণা আবার তা তুলে ধরল। সম্পূর্ণ পরাজয়ের পর ভূলুণ্ঠিত জাতীয় পতাকাকে পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে উড়তে দেখে বিক্ষিপ্ত ও পলায়নরত কুরাইশ সৈন্য আবার সে পতাকার দিকে ছুটে আসল এবং তারা আবার দলবদ্ধভাবে মুসলমানদেরকে আক্রমণ করল। (বুখারী, আবূ দাঊদ)

মুস'আব চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হয়ে শহীদের অমর জীবন লাভ করলেন। মুস'আব শহীদ হওয়ার পর আলী (রাঃ) এই জাতীয় পতাকা রক্ষার ভারপ্রাপ্ত হলেন। বাহ্যিক দর্শনে ভ্রান্ত হয়েও ইবনু কামি'আ মুস'আবকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে মনে করেছিল। সে তখন

উল্লসিত স্বরে চীৎকার করতে লাগল ঃ "মুহাম্মাদ নিহত হয়েছে।" একেতো যুদ্ধের এ শোচনীয় অবস্থা তার উপর এ মর্মান্তিক দুঃসংবাদ, অথচ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং শত্রুসেনা কর্তৃক পরিবেষ্টিত সাহাবাদের পক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা অন্য কারো সংবাদ নেবার সুযোগ নেই। কাজেই এ দুঃসংবাদ রটনার পর অধিকাংশ মুসলমানই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। একদল মুসলমান ইতোমধ্যেই শাহাদাত প্রাপ্ত হয়েছেন। জীবিতদের মধ্যে একদল গুরুতরভাবে আহত হয়ে পড়েছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহত হয়েছেন শুনে অস্ত্রত্যাগ করে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে কেউ কেউ মদীনায় পর্যন্ত পলায়ন করলেন।

(বুখারী, ইসাবা, ফতহুল বারী, তাবারী প্রভৃতি)

'মুহাম্মাদ নিহত হয়েছেন' শুনে কুরাইশ সৈন্যদল এতক্ষণ বিশেষ উৎফুল্ল হয়েছিল। কিন্তু তাদের একদল যখন দেখল যে, এ সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা, তিনি তাদের সামনে অক্ষত শরীরে দাঁড়িয়ে আছেন তখন তারা অন্য সকলকে ত্যাগ করে সমবেতভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর আক্রমণ চালাতে আরম্ভ করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নিহত করাই এ সকল আক্রমণের প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল। এ উদ্দেশ্যে তারা আক্রমণের উপর আক্রমণ আরম্ভ করল, কিন্তু মুসলমানগণ প্রাণপণ যুদ্ধ করে তাদেরকে বিফল করে দিতে লাগলেন। ভক্তকুল শিরোমণি 'সা'আদ' অসাধারণ তীরন্দাজ, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে হাঁটু গেড়ে বসলেন এবং বিশেষ ক্ষিপ্রতার সাথে আক্রমণকারী শত্রুসৈন্যদের উপর তীর বর্ষণ করতে লাগলেন। দেখতে দেখতে দুইটি ধনুক ভেঙ্গে গেল; তখন তিনি অন্যের কাছে ধনুক সংগ্রহ করে চালাতে লাগলেন। এভাবে সা'আদ একাই সেদিন প্রায় এক হাজার বাণ বর্ষণ করেছিলেন। আবূ তাল্হাও মদীনার বিখ্যাত তীরন্দাজ। তিনি কাফিরদের অস্ত্র বর্ষণ দেখে বিচলিত হয়ে নিজের অস্ত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে রেখে দিলেন এবং ঢাল নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শরীর রক্ষা করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক একবার ঢালের আড়াল থেকে মুখ বের করে যুদ্ধের অবস্থা দেখে যান, আবূ তালহা

চমকে গিয়ে বলেন– ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! বের হবেন না।

نفسي لنفسك الفداء، ووجهي لوجهك الوقاء *

অর্থাৎ "আমার দেহ আপনার দেহের ঢাল হোক, আমার প্রাণ আপনার প্রাণের বিনিময়ে উৎসর্গিত হোক।"

এ সময় আবূ তাল্হা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি নিক্ষিপ্ত তীরের বাণগুলো নিজের বুক পেতে গ্রহণ করতে লাগলেন। আবূ দুজানার বীরত্বের কথা পাঠক পাঠিকাবৃন্দ পূর্বেই অবগত হয়েছেন। এ বিপদের সময় তিনিও এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হলেন এবং প্রাণপণে শত্রু পক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে লাগলেন। একজন শত্রু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষেপ করছে দেখে আবূ দুজানা কুব্জ হয়ে নিজের দেহ দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঢেকে দিলেন। চোখের পলকে বর্শা আবূ দুজানার পিঠে বিদ্ধ হয়ে ভেঙে গেল। এভাবে শত্রুপক্ষের বাণ ও বর্শার আঘাতে আবু দুজানার পিঠ একেবারে জর্জরিত হয়ে পড়েছিল। (বুখারী, মুসলিম, তাবারী, যাদুল মা'আদ)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহত; মদীনার মহিলাগণ ময়দানে

আকাবার বাই'আত উপলক্ষে পাঠকবৃন্দ বিবি উম্মে আমারার নাম অবগত আছেন। তাঁর নাম নুসাইবা, কিন্তু তিনি সাধারণতঃ উম্মে আমারা বলে খ্যাত ছিলেন। বিবি আয়েশা (রাঃ) প্রভৃতি মুসলিম মহিলাদের সাথে তিনিও সেবাশুশ্রূষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে আহত সৈনিকদেরকে পানি সরবরাহ এবং তাঁদের অন্যান্য প্রকার সেবা শুশ্রূষা করছিলেন। এমন সময় তিনি শুনতে পেলেন যে, মুসলমানগণ পরাজিত হয়েছেন এবং কুরাইশ সৈন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আক্রমণ

করতে আরম্ভ করেছে। এ সংবাদ শুনামাত্র উম্মে আমারা কাঁধের মশক ও হাতের পানির পাত্র ছুঁড়ে ফেললেন এবং তীর ধনুক ও তরবারী নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে ছুটে গেলেন। তখন মুষ্টিমেয় ভক্ত প্রাণপণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেহ রক্ষা করছিলেন। উম্মে আমারা সিংহীর মত বীর বিক্রমে সেখানে উপস্থিত হলেন এবং বিশেষ ক্ষিপ্রতার সাথে বাণ বর্ষণ করে কুরাইশদেরকে ধ্বংস করতে লাগলেন। শেষে যখন তীর শেষ হয়ে গেল, তখন তিনি ধনুক ফেলে দিয়ে খোলা তরবারী হাতে অগ্রগামী কুরাইশদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। শত্রুদের বর্শা ও তরবারীর আঘাতে তার সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত ও জর্জরিত হয়ে পড়ল। কিন্তু এ মুসলিম বীরাঙ্গণা সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে নিজের কর্তব্য পালন করে যেতে লাগলেন। উহুদ যুদ্ধের বর্ণনাকালে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "সে বিপদের সময় আমি ডানে বামে যেদিকে তাকাই, সেদিকেই দেখি, উম্মে আমারা আমাকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করছেন।" এ সময় কুরাইশদের একটা ঘোড়সওয়ার ঘোড়া ছুটিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর আক্রমণ করতে আসল। উম্মে আমারা বিদ্যুদ্বেগে তার উপর আক্রমণ করলেন এবং মুহূর্তের মধ্যে তাকে আজরাইলের হাতে সমর্পণ করলেন।

(ইবনু হিশাম, হালবী, ইসাবা প্রভৃতি)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ঘোর বিপদের সময়ও অটল পাহাড়ের মত স্বস্থানে অবস্থান করছিলেন। ভয় নেই, ভীতি নেই, উদ্বেগ নেই, উৎকণ্ঠা নেই, নিজের এ শোচনীয় দুরাবস্থা দেখে অবসাদ নেই, বিমর্ষতা নেই। তিনি আল্লাহ তা'আলার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে বীর সেনাপতির মত মুষ্টিমেয় ভক্তদলকে নিয়ে কাফিরদের আক্রমণ প্রতিহত করছেন। এ সময় ইবনু কামি'আ প্রভৃতি কয়েকজন নরাধমের অস্ত্রশস্ত্রের আঘাতের ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চারটি দাঁত স্থানচ্যুত হয়ে যায়। ইবনু শিহাব কর্তৃক নিক্ষিপ্ত পাথর খণ্ডের আঘাতে তিনি আহত হন। কাফির সৈন্যগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর পুনঃপুনঃ তরবারী চালনা করছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর ভক্ত অনুচরবৃন্দের দৃঢ়তা, সতর্কতা ও বীরত্বের

ফলে এসবকিছুই ব্যাহত হয়ে পড়ে। অবশেষে একবার নরাধম পাপিষ্ঠ ইবনু কামি'আ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাথার উপর আঘাত করে। এ আঘাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিরস্ত্রাণটি কেটে যায় এবং তার দু'টি 'কড়া' তাঁর কপালে ঢুকে পড়ে। এর ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মস্তক ও দেহমুবারক হতে রক্ত পড়তে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন শরীর থেকে রক্তধারা মুছতে মুছতে তাঁর পূর্ববর্তী নবী বিশেষের পরীক্ষার কথা বলছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বললেন– "নিজেদের মুক্তি ও মঙ্গলকামী রাসূলকে রক্তে-রঞ্জিত করে সমাজ কিভাবে সফলতা লাভ করতে পারে?" এর সাথে সাথে তাঁর সমস্ত হৃদয় দয়া ও করুণায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল এবং সে অবস্থায় তিনি করুণ কণ্ঠে প্রার্থনা করতে লাগলেন ঃ

رب اغفر لقومی فانهم لايعلمون *

"হে আমার প্রভু! আমার জাতিকে ক্ষমা কর, কারণ তারা অজ্ঞ!"

অর্থাৎ জ্ঞানহীন বলেই তারা আমার প্রতি এ অত্যাচার করেছে। অতএব প্রভু হে! তুমি তাদের এ অজ্ঞানতা জনিত অপরাধ ক্ষমা কর, যেন পূর্ববর্তী উম্মতদের মত এরা তোমার অভিশাপে পতিত না হয়।

(বুখারী, মুসলিম, ফাৎহুল বারী ৭-২৬১)

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহত হয়েছেন' মদীনায় এ জনরব প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে মুসলিম মহিলাগণ যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ছুটে আসতে লাগলেন। উম্মে আইমান এ সময় জনৈক মুসলমানকে নগর অভিমুখে যেতে দেখে বলতে লাগলেন "কাপুরুষ! কোথায় যাচ্ছ? মদীনার মহিলাগণ ইসলামের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে যাচ্ছে, আর তোমরা পলায়ন করছ! এই নাও আমার অস্ত্র তোমাকে দিচ্ছি, তোমার অস্ত্র আমাকে দাও।" বানী দীনার বংশের আরেকটি মহিলা উদাসিনী বেশে ছুটে আসছেন, এমন সময় কতিপয় মুসলমানের সাক্ষাৎ পেয়ে তিনি ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "সংবাদ কি?" "সংবাদ আর কি বলব– তোমার ভাই শহীদ হয়েছেন।" "ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।" আল্লাহ তার আত্মার মঙ্গল করুন!

"আর কি সংবাদ?"

"তোমার স্বামী শহীদ হয়েছেন।"

"উহ— ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন। তাঁর আত্মার কল্যাণ হোক! আর কি সংবাদ?"

"তোমার পিতা শহীদ হয়েছেন।"

"হায় স্নেহময় পিতা শহীদ হলেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাঁর আত্মার কল্যাণ হোক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সংবাদ কি তাই জিজ্ঞেস করছি।"

"সংবাদ শুভ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত আছেন এবং ঐ তোমার সামনের দিকে অবস্থান করছেন।"

"আমাকে একবার দেখাও, সেই প্রাণপ্রতিম প্রিয়তম কোথায়?" তখন মুসলমানগণ তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে উপস্থিত করলেন। এতক্ষণে তাঁর শান্তি হল এবং তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে উচ্চঃস্বরে বলে উঠলেন ঃ "তোমাকে পেলে সব বিপদই নগণ্য।"

(তাবারী ৩-২৭ হালবী)

পৈশাচিক কাণ্ড

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! একদিকে মুসলিম-কুল জননী, বিবি আয়েশা (রাঃ) প্রমুখ মহিলাগণ স্নেহ ও করুণার সাথে আহত ও আসন্ন মৃত্যু পথযাত্রী সৈনিকগণের নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের সেবা করছেন, তাদেরকে পানি পান করাচ্ছিলেন। **(বুখারী)**

অন্যদিকে কুরাইশ রাক্ষসীগণ নরপিশাচিণীর মত যুদ্ধক্ষেত্রে তাণ্ডব নৃত্য করে বেড়াচ্ছিল। সেখানে তারা দেখল– মুমূর্ষু মুসলিম সৈন্যগণ পানির জন্য ছটফট করছে, তখন তারা অবিলম্বে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল এবং নিজের অস্ত্রের দ্বারা মুসলিম সৈন্যদের দেহ খুঁচিয়ে জ্বালা-যন্ত্রণা বৃদ্ধি

করল। এসময় ও এ অবস্থাতে আবূ দুজানার তরবারী প্রধান রাক্ষসী হিন্দার মাথার উপর উত্তোলন করেও সাথে সাথে নিজেকে সংবরণ করে নেন। যুদ্ধাবসানের পরেও রাক্ষসীগণ নিজেদের পাশব প্রবৃত্তি মিটাচ্ছিল। এসময় তারা যুদ্ধক্ষেত্রে চারদিকে বিচরণ করে আহত ও নিহত মুসলমাদের নাক-কান কেটে মালা গেঁথে এবং তা গলায় পরে চীৎকার ও তাণ্ডব নৃত্য করে বেড়াতে লাগল। হামযার (রাঃ) মৃতদেহ সামনে রেখে হিন্দা প্রথমে তাঁকে পূর্বের মত বিকলাঙ্গ করে ফেলল। তারপর সেই লাশের বুকে বসে তার বুক চিরে হৃৎপিণ্ডটা টেনে বের করল এবং ক্ষুধার্ত কুকুরীর মত তা চিবাতে লাগল। (বুখারী, আবূ দাউদ, ইসাবা, ফৎহুলবারী)

যুদ্ধের জয় পরাজয়

বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে বারা ইবনু আজীব নামক প্রত্যক্ষদর্শী সাহাবী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, যুদ্ধাবসানের পর আবূ সুফিয়ান মুসলমানদের নিকটবর্তী হয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগল– "মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে আছেন? আবূ বকর তোমাদের মধ্যে আছেন? উমর তোমাদের মধ্যে আছেন?" কেউই এ প্রশ্নের উত্তর না দেওয়ায় আবূ সুফিয়ান উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল– "সবাই নিহত হয়েছে।" উমরের (রাঃ) আর সহ্য হলনা, তিনি চীৎকার করে বললেন– "আল্লাহর শত্রু তুই মিথ্যা কথা বলছিস! তোর অহঙ্কার চূর্ণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সবাইকেই জীবিত রেখেছেন। তখন আবূ সুফিয়ান হোবল ঠাকুরের নামে জয়ধ্বনি করলে মুসলমানগণ আল্লাহ নামের জয়ধ্বনি করে পর্বতপ্রান্তর কাঁপিয়ে তুললেন। এভাবে কয়েকবার কথা কাটাকাটির পর আবূ সুফিয়ান সেখান থেকে চলে গেল। (বুখারী, আবূ দাউদ)

যাবার সময় সে বলে গেল, আগামী বছর বদর প্রান্তরে আবার তোমাদের সাথে সাক্ষাত হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশে মুসলমানগণও বললেন– "বেশ কথা, আমরা এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম।" (তাবারী, তাবাক্বাত, ইবনু হিশাম)

কুরাইশগণ একটি মুসলমানকেও বন্দী করতে পারেনি এমন কি একজন আহত মুসলমান সৈনিকও তাদের হাতে বন্দী হননি। যুদ্ধে কুরাইশ পক্ষের বিজয় লাভ ঘটে থাকলে এরূপ হওয়া কোন মতেই সম্ভবপর হত না। ঐতিহাসিকগণ বলেছেন যে, কুরাইশ পক্ষের মাত্র ২৩ জন সৈন্য নিহত হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের এই বর্ণনাটির উপর আমাদের একবিন্দুও আস্থা নেই। এর কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ এই যে, তাঁরা নিজ মুখে বলেছেন যে, একা আমীর হামযার হাতে ৩১ জন কুরাইশ সেনা নিহত হয়েছিল। মুসলমানের পক্ষে অন্তত ৭০ জন বীর প্রাণপণে যুদ্ধ করার পর শাহাদাত প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তাঁদের হাতে যে কত লোক নিহত হওয়া সম্ভব, তাও সহজে অনুমান করা যেতে পারে। যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় মুসলিম বীরদের প্রচণ্ড আক্রমণে তিন হাজার কুরাইশ সেনা পালাতে বাধ্য হয়েছিল, তখন মুসলমান পক্ষ শত্রু বিনাশে একটুও ত্রুটি করেননি; সুতরাং এ সময়ও যে বহুসংখ্যক শত্রুসৈন্য হতাহত হয়েছিল, তাতে আর একবিন্দুও সন্দেহ নেই। এসকল বিষয় বিবেচনা করে কুরআনের বিখ্যাত টীকাকার ইবনু আব্বাস বলেছেন যে, "উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যে ধরনের জয়লাভ হয়েছিল– সেরূপ বিজয় আর কখনই ঘটেনি!" তিনি আয়াত হতে নিজের অভিমত সপ্রমাণ করেন।

(যাদুল মা'আদ)

ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه *

যা হোক, উহুদ যুদ্ধে কমপক্ষে ৭০ জন মুসলমান শাহাদত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে আমীর হামযা ও মুস'আব প্রমুখ পাঁচ-ছয় জন মুহাজির, আর সবাই আনসার। যুদ্ধাবসানের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশে শহীদের লাশ সংগৃহীত হল এবং তাঁদের সেই রক্তে রঞ্জিত বস্ত্রের কাফনে তাঁদেরকে দু'তিনজন করে এক কবরে সমাধিস্থ করা হল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদগণের 'কাফন দাফন'

শেষ করে সন্ধ্যার পূর্বেই মদীনায় পৌঁছলেন। মাগরিবের নামায মদীনাতেই সম্পন্ন হয়েছিল। নামাযের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বনামধন্য সা'আদ-যুগলের কাঁধে ভর দিয়ে বাড়ী থেকে মসজিদে আগমন করেছিলেন।

(উহুদ যুদ্ধের বিবরণ বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী কানযুল উম্মাল, ফাতহুলবারী, ইসাবা, তাবাক্বাত, ইবনু হিশাম, তাবারী, মাওয়াহিব, যাদুল মা'আদ প্রভৃতি হতে সঙ্কলিত।)

হামরাউল আসাদ অভিযান

কুরাইশদের বিরাট বাহিনী কয়েক মাইল পথ পাড়ি দিয়ে 'রাওহা' নামক স্থানে এসে থামল। এখানে করণীয় সম্বন্ধে তাদের মধ্যে আলোচনা হতে লাগল। আবূ সুফিয়ান, ইকরামা বলতে লাগল ঃ মুহাম্মাদ আহত, তার অধিকাংশ ভক্তই আঘাতে জর্জরিত, এ অবস্থায় মদীনা আক্রমণ না করে ফিরে যাওয়া আমাদের নিকট কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত মনে হচ্ছে না। মুসলমানদেরকে সমূলে উৎপাটিত ও সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করার জন্যই আমরা এত উদ্যোগ আয়োজন করলাম, নিজেদের যথাসর্বস্ব ব্যয় করে ফেললাম; এখন তারা উপস্থিত হয়েছে অথচ আমরা ফিরে যাচ্ছি। দু'দিন পরে তারা আবার সামলিয়ে উঠবে, তখন আমাদের উদ্দেশ্য সফল করা সহজসাধ্য হবে না। আবূ সুফিয়ান আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকদেরকে নানাপ্রকারে প্রলুব্ধ করে নিজেদের দলে এনেছিল। তারা বলতে লাগল কি করতে এসেছিলাম আর কি করে যাচ্ছি। মদীনা আক্রমণ করে ধর্মের শত্রুদেরকে বিধ্বস্ত করে ফেলব, মদীনার সমস্ত ধনসম্পদ লুটে নিব, তাদের যুবতী ও কুমারীদের ধর্ষণ করব; কিন্তু এখন দেখছি এসব কিছুই হল না। আমাদেরকে উল্টা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে। অতএব, তারা সিদ্ধান্ত নিল "মদীনা আক্রমণ করতেই হবে।" উমাইয়ার পুত্র সাফওয়ান এর প্রতিবাদ করল বটে কিন্তু কেউ তা গ্রাহ্য করল না। এসময় কুরাইশ দলপতিগণ নিজেদের লোক লস্করসহ মদীনার পথে ফিরে দাঁড়াল।

বানী খুজা'আ গোত্রের প্রধান সমাজপতি মা'বাদ মুসলমানদের বিপদ শুনে সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য মদীনায় যাচ্ছিলেন। তাঁর গোত্রের অনেক লোক তখনও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদের প্রতি তাদের বিশেষ সহানুভূতি ছিল। পথে মা'বাদ কুরাইশ সৈন্যদের এই অভিসন্ধির বিষয় জানতে পারলেন এবং দ্রুতপদে মদীনায় আগমন করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ সঙ্কল্পের কথা জানালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনই আবূ বকর ও উমরকে ডেকে পরামর্শ করলেন এবং স্থির হল যে, আগামীকাল সকালেই যুদ্ধযাত্রা করতে হবে।

পাঠকগণ মুসলমানদের তখনকার অবস্থাটা একটু ভেবে দেখুন। অধিকাংশ সাহাবী ভীষণভাবে আহত হয়েছেন, তাঁদের ক্ষতস্থান থেকে তখনও রক্তের ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। ৭০ জন শহীদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের অশ্রুধারা তখনও থেমে যায়নি– এমন সময় ফজর আযানের সাথে সাথে বিলালের কণ্ঠস্বর উচ্চতর আওয়াযে ঘোষণা করল, "মুসলিম বীরবৃন্দ প্রস্তুত হও। এখনই যুদ্ধ যাত্রা করতে হবে। কুরাইশ বাহিনী মদীনা আক্রমণের জন্য অগ্রসর হচ্ছে। তাদেরকে দেখাতে হবে যে, মুসলমান এখনও মরেনি, কখনও মরতে পারে না।" সাথে সাথে এটাও ঘোষণা করে দেওয়া হল যে, গতকালের যুদ্ধে যাঁরা উপস্থিত হয়েছিলেন আজকে কেবল তাঁরাই যাত্রা করতে পারবেন। এ ঘোষণার সাথে মদীনার মুসলিম পল্লীটি নবজীবনে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল। আহত মুসলমান বীরবৃন্দ 'আল্লাহু আকবার' বলে শয্যার উপর থেকে উঠে আসলেন। সব জ্বালা সব যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে তারা গতকালের রক্তরঞ্জিত অস্ত্রশস্ত্রগুলো সংগ্রহ করে নিলেন এবং উৎসাহের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে সমবেত হতে লাগলেন। দেখতে দেখতে মুসলিম বাহিনী মদীনা ত্যাগ করে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বের মত রণসাজে সজ্জিত হয়ে ঘোড়ার পিঠে আরোহণপূর্বক আগে আগে যেতে লাগলেন, আর সবাই পদাতিক।

পূর্বের সে মা'বাদ সকালে মদীনা ত্যাগ করে গেলেন। পথে আবূ সুফিয়ানের সাথে তাঁর দেখা হল। মা'বাদ আবূ সুফিয়ানের সহধর্মী। সুতরাং তাঁকে দেখে সে আগ্রহের সাথে বলে উঠল– "এই যে, মা'বাদ, সংবাদ কি?"

"সংবাদ আর কি এখনও সরে পড়, না হলে–"

"নাহলে কি? মুহাম্মাদ সম্পর্কে কোন খবর আছে কি? আছে বৈ কি! মুহাম্মাদ বিপুল আয়োজনে অগ্রসর হচ্ছেন। এবার মদীনার প্রত্যেক মুসলমানই যোগদান করেছেন।" "আরে সর্বনাশ! তুমি কি বলছ? তাদের অবশিষ্ট শক্তিটুকুকে বিনষ্ট করতে, তাদেরকে সমূলে উৎপাটিত করতে সংকল্পবদ্ধ হয়ে মদীনার দিকে অগ্রসর হচ্ছি, আর ঐ দিকে মুহাম্মাদ সকালে আবার যুদ্ধ যাত্রা করেছে– এও কি সম্ভব? তুমি বল কি?"

"বলছি, ভালয় ভালয় এখান থেকে কেটে পড়। মুসলিম বাহিনী এসে পড়তে আর বেশী দেরি নেই– পালাও!" আবূ সুফিয়ান তখন সবাইকে নিয়ে মক্কার পথে যাত্রা করার আদেশ প্রদান করল। কুরাইশ বাহিনী আর কাল বিলম্ব না করে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করল। এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম বাহিনী নিয়ে মদীনা হতে আট মাইল দূরে 'হামরাউল আসাদ' নামক প্রান্তরে উপনীত হলেন এবং কয়েকদিন সেখানে অপেক্ষা করার পর মদীনায় ফিরে আসলেন।

(বুখারী, ইবনু হিশাম, তাবাকাত, কামিল)

খন্দক খনন

ইসলামের শত্রুগণ প্রতিজ্ঞা করল– "আমাদের মধ্যে যতই মতভেদ থাকুক না কেন, মুসলমান আমাদের সাধারণ শত্রু। যাতে এ শত্রুদল এবং তার দলপতি মুহাম্মাদের চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট না থাকে, সেজন্য আমরা সকলে প্রাণপণ চেষ্টা করব।" এরূপে মুহাম্মাদকে, মুসলমানদেরকে এবং ইসলাম ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত ও বিলুপ্ত করার কঠোর সঙ্কল্প নিয়ে দশ হাজার দুর্ধর্ষ আরব মদীনার পথে ধাবিত হল।

এ সকল ষড়যন্ত্রের কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর বিশিষ্ট সহচরগণের সম্পূর্ণ অজানা ছিল না। কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে যে এত বড় একটা অভিযান, অস্ত্রশস্ত্রে এমন সুসজ্জিত হয়ে মদীনা আক্রমণের জন্য তাদের প্রস্তুত হওয়া– সম্ভবতঃ মুসলমানগণ এটা বিশ্বাস করতে পারেননি। শত্রুপক্ষের এ সমবেত অভিযানের সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরামর্শের জন্য সাহাবাগণকে আহ্বান করলেন।

সালমান ফারসী অগ্রসর হয়ে বলতে লাগলেন ঃ "পারস্যে আমাদেরকে মধ্যে মধ্যে এ প্রকার বিপুল শত্রুবাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হতে হয়। আমরা এ অবস্থায় নগরের চার দিকে খাল খনন করে থাকি। এতে শত্রুর পক্ষে নগরে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।" বর্তমান অবস্থায় সালমানের প্রস্তাব অনুসারে কাজ করাই সঙ্গত বলে বিবেচিত হল এবং সকলে খাল খননের আয়োজনে লিপ্ত হলেন।

আক্রমণ

শত্রু বাহিনী মদীনার বাইরে চড়াও করে নগর আক্রমণের ব্যবস্থা করতে লাগল। পথচারী ও সওয়ার সৈন্যগণ তিন দলে বিভক্ত হল এবং আবূ সুফিয়ান প্রধান সেনাপতি পদে নির্বাচিত হল। অন্যান্য ব্যবস্থায় তারা সকলে একই সময় মদীনার উপর আক্রমণ আরম্ভ করে দিল। পাষণ্ডদের হুঙ্কারে মদীনার গগণ-পবন প্রকম্পিত হয়ে পড়ল। কিন্তু নগরের নিকটবর্তী হয়ে অদেখা খাল দর্শনে তারা একেবারে স্তম্ভিত হয়ে পড়ল। 'একি ব্যাপার! আরবে তো এরূপ যুদ্ধের রীতি নেই। এ-ত যুদ্ধ নয়– প্রতারণা!' কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তারা এরূপ প্রলাপ বকতে আরম্ভ করল। সামনে গভীর খাল, তারপর মাটির উঁচু স্তূপ, এটা অতিক্রম করে নগরে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। মুসলমানগণ নগরের গেইটগুলোতে অভিজ্ঞ ও অব্যর্থ তীরন্দাজ সৈন্যদল বসিয়ে দিয়েছেন, খাল রক্ষার ব্যবস্থাও করেছেন; কাজেই

শত্রুপক্ষ তখন নগর অবরোধ করে বাহির হতে তীর ও প্রস্তর বর্ষণ করতে আরম্ভ করে দিল। কিন্তু মুসলমানগণ এজন্য পূর্ব হতেই সাবধান হয়েছিলেন, সুতরাং শত্রুপক্ষের শত চেষ্টাতেও তাদের বিশেষ কোন ক্ষতি করতে পারল না।

এরূপে, দিনের পর দিন অতিবাহিত হতে লাগল, অথচ নগর আক্রমণ করে মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার কোন সুবিধাই ঘটে উঠল না। পক্ষান্তরে কুরাইশদের সামগ্রী সমূহও ক্রমশঃ ফুরিয়ে আসতে লাগল। তার উপর মদীনার খোলা ময়দানে শীতের প্রবল বাতাস। এ সকল কারণে শত্রুপক্ষ যারপর নাই বিচলিত হয়ে পড়ল। তখন তারা পরামর্শ করে স্থির করল– যে কোন গতিতে হোক খাল অতিক্রম করতেই হবে। একবার কিছু সৈন্য খাল পার হতে পারলে অন্যান্য সমস্ত সৈন্য সে পথ দিয়ে নগরে প্রবেশ করতে পারবে। তখন তাদের এ বিপুল বাহিনীর সম্মুখীন হওয়া মুসলমানদের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠবে না। আমর ইবনু আব্দিওদ্দ এবং ইকরামা ইবনু আবূ জাহাল প্রভৃতি আরবের বিখ্যাত বীরগণ এ আক্রমণে নায়কের পদে নির্বাচিত হল। আমরের শক্তি, যুদ্ধ কৌশল ও তার বীরত্ব আরবময় খ্যাত ছিল। সাধারণতঃ লোকের ধারণা ছিল যে, আমর একা এক হাজার সৈন্যের সাথে যুদ্ধ করতে পারে। পর্বত সংলগ্ন একটি স্থানে খালটির প্রসার অপেক্ষাকৃত অল্প ছিল। আমর প্রমুখ একটি ক্ষুদ্র অশ্বারোহী সৈন্যদল নিয়ে এ স্থান হতে খাল পার হওয়ার চেষ্ট করতে লাগল। আমর সর্বাগ্রে খাল ডিঙিয়ে আসল এবং এপারে এসে নানা প্রকার তর্জন-গর্জন করতে লাগল। মুসলমানগণ তার এ সকল কথার কোন উত্তর দিচ্ছেন না দেখে আমর হুঙ্কার দিয়ে বলতে লাগল ঃ

لقد بححت من النداء لجمعهم ـ هل من مبارز ؟

"তাদেরকে ডাকতে ডাকতে বিরক্ত হয়ে পড়েছি– আছ কেউ যোদ্ধা?" শত্রুগণ খাল অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছে এবং আমর ও ইকরামা প্রভৃতি তাদের নায়ক। এহেন আকস্মিক বিপদে মুসলমানগণ ক্ষণিকের তরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। তখন বীরকুল শিরোমণি হস্তস্থিত তরবারী উপরে উঠিয়ে বললেন ঃ "এই যে, আছি।" তখন এ বীর

যুবককে সতর্ক করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– "জেনেছো ও আমর।" বীর যুবক সাহসিকতার সাথে উত্তর দিলেন ঃ "সে আমর. আমিও– আলী।" পারস্যের বিখ্যাত কবি ফতেহ আলী খাঁ সাবা সংক্ষেপে অতি সুন্দর ভাষায় এ ঘটনার বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

پیمبر سرودش که عمروست ایں * که دست یلے آخته زاستیں

علی گفت آے شاہ ! اینکٹ منم * که یکٹ بیشه شیرست در جوشنم

আলী অনুমতি গ্রহণ করে খোলা তরবারি হস্তে আমরের পানে ধাবিত হচ্ছেন– এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করুণ স্বরে বলে উঠলেন– "আল্লাহ বদর যুদ্ধে ওবাইদাকে গ্রহণ করেছ, উহুদের অনল-পরীক্ষায় হামযাকে গ্রহণ করেছ, আর এ আলী তোমার সন্নিধানে উপস্থিত– সে আমার পরমাত্মীয়। আমাকে একেবারে স্বজন হারা করো না।" (কানযুল উম্মাল)

যা হোক, আলী নিকটবর্তী হলে আমর তার উপর প্রচণ্ড বেগে অস্ত্র চালনা করল। আলী বিশেষ ক্ষিপ্রতার সাথে তার আঘাত ব্যাহত করে তাকে আক্রমণ করলেন। দেখতে দেখতে ভীষণ যুদ্ধ বেধে গেল। একদিকে আরবের বীর আমার, অন্যদিকে আল্লাহর দেওয়া শক্তিতে শক্তিমান তরুণ যুবক আলী। দু'বীরের পদচালনায় ধূলি উড়ে তাদের চারদিক অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, তখন কেবল শোনা যাচ্ছিল অস্ত্রের ঝনঝনানি, কেবল দেখা যাচ্ছিল সে ধূলিপুঞ্জের মধ্য হতে–থেকে থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। মুসলমানগণ রুদ্ধশ্বাসে ফলাফলের অপেক্ষা করছেন– এমন সময় সে ধূলিপুঞ্জের মধ্য হতে পুনঃ পুনঃ আল্লাহু আকবার ধ্বনি শোনা যেতে লাগল। আমর নিহত হলে অবশিষ্ট সওয়ারগণ পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করল। প্রথম সংঘর্ষে আলীর এ আশাতীত বিজয় লাভে মুসলমানদের আনন্দ ও উৎসাহের সীমা রইল না। তাঁরা সকলে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সে দিকে ধাবিত হলেন।

আল্লাহর সাহায্য

যাহোক প্রায় তিন সপ্তাহকাল এ অবস্থায় অতিবাহিত হওয়ার পর একদিন মদীনায় প্রবল বায়ু প্রবাহিত হতে লাগল। কুয়াশা ও কুজ্ঝটিকায় আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল এবং সন্ধ্যার পর হতে ঝড়ের বেগ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল। মক্কা ও তন্নিকটবর্তী স্থানের সৈন্যগণ গ্রীষ্ম প্রধান দেশের অধিবাসী। সুতরাং একে প্রথম হতে তারা সকলেই প্রবল শীতের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তার উপর এ প্রচণ্ড ঝড়ের ফলে তারা একেবারে অস্থির হয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে তাদের তাঁবুগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে গেল, খাদ্য শালার সমস্ত জিনিসপত্র একেবারে লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়ল। সে প্রবল তুষার ঝড়ের প্রচণ্ড বেগে আবূ সুফিয়ানের সমস্ত অহংকার, সমস্ত স্পর্ধা, সমস্ত শয়তানী ও সমস্ত সঙ্কল্প কোথায় উড়ে গেল। তারা তখন পরস্পরকে ধরাধরি করে কোন মতে জীবন রক্ষা করতে লাগল। ভোর হতে না হতে আবূ সুফিয়ানের আদেশে কুরাইশ শিবিরে যাত্রার বাদ্য বেজে উঠল এবং তারা বিচ্ছিন্ন ও বিশৃংখল অবস্থায় দ্রুত পদে মক্কার পথে ধাবিত হল।

(বুখারী, মুসলিম, ফৎহুলবারী প্রভৃতির বিভিন্ন হাদীস এবং ইবনু হিশাম, তাবারী, হালবী প্রভৃতি ইতিহাস হতে পরিখা সমরের সমস্ত বিবরণ সংকলিত হলো। বিশেষ আবশ্যকীয় স্থানগুলোর হাওয়ালা যথাস্থানে প্রদত্ত হলো)

মক্কা যাত্রা

দশ হাজার মুসলিম বীরের এক বিরাট বাহিনী ঠিক সেই পথ ধরে মক্কা যাত্রা করেছিলেন– আট বছর পূর্বে মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে পথ দিয়ে মদীনায় হিজরত করতে হয়েছিল।

কুরাইশগণ সকাল বেলায় এ অভিযানের কথা জানতে পারে তার খবর নেওয়ার জন্য কুরাইশ পক্ষের লোকেরা সর্বদাই মক্কার বাইরে চৌকি

পাহারা দিত। আবু সুফিয়ান, হাকিম ইবনু হিজাম ও বুদাইল ইবনু অরাকা নামক কুরাইশ প্রধানগণ এক রাত্রিতে ঐরূপ পাহারা দিতে বের হয়ে মরুর উপত্যকায় ঐ দৃশ্য দর্শন করে এবং এ সম্বন্ধে তথ্য-সংগ্রহের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। এভাবে তারা নানা প্রকার আলোচনা ও নানাবিধ দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়ে উপত্যকার দিকে অগ্রসর হতে লাগল। কারণ ইহা ব্যতীত প্রকৃত তথ্য সংগ্রহের উপায় ছিল না। যা হোক আবূ সুফিয়ান ও তার বন্ধুদ্বয় তথ্যের ভাবনা ভাবছে, এমন সময় অন্ধকারের মধ্যে ঘোর কাল বর্ণের কতকগুলো ছায়া তাদের দিকে ছুটে এসে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করল– তোমরা বন্দী; বলা আবশ্যক যে, এ সময় মহামতি ওমর ফারুক একদল রক্ষী সৈন্য সহ উপত্যকার চারদিক দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, আবূ সুফিয়ান প্রভৃতি তাদের হাতেই বন্দী হয়েছিল। (বুখারী)

ওমর ফারুক আবূ সুফিয়ানকে নিয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলেন ঃ সত্যের শত্রুদিগকে সমূলে উৎখাত করার শুভ মুহূর্ত সমাগত, আবূ সুফিয়ান আজ বন্দী। বস্তুতঃ প্রতিশোধ গ্রহণ ও প্রতিফল দানের সময় উপস্থিত। কিন্তু রাহমাতের আধার মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সব কথা একেবারে ভুলে গেছেন। দীর্ঘ কালের অবিশ্রান্ত ও অমানুষিক অত্যাচারের একটা সামান্য স্মৃতিও তার হৃদয়ে স্থানলাভ করতে পারেনি। বরং আবূ সুফিয়ানকে দেখেই তার স্বাভাবিক স্নেহ ও করুণা দ্বিগুণ হয়ে গেল। হায়! কত অবোধ এরা, এখনও সত্যের প্রতি শত্রুতা পোষণ করছে। এতে যে হতভাগাগুলোর ইহ-পরকালের সকল সুখ এবং সকল শান্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। হায়, এ হতভাগ্যদেরকে কবে আমি অনন্ত সুখের সাগরের তীরে এনে উপস্থিত করতে পারব। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুঃখ হচ্ছিল যে, এ অবোধ হতভাগ্যগুলোকে তখনও তিনি সুখী করতে পারেননি।

এ সময় বন্দী আবূ সুফিয়ানের প্রতি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন প্রকার কর্কশ ব্যবহার করলেন না, বরং করুণ স্বরে তাকে সম্বোধন করে বললেন– আবূ সুফিয়ান এখনও তুমি সে করুণা নিধান "ওহদাহু, লা-শারীকা লাহু" কে চিনতে পারনি? আবূ সুফিয়ান বিমর্ষভাবে

একটু আমতা আমতা করে উত্তর করল– তা, এখন পারছি বই কি? আমাদের ঠাকুর-দেবতা কেউ থাকলে এখন আমাদের পানে তাকাত। পাথরের ন্যায় জমাট বাঁধা মস্তিষ্কের উপর আজ এতটুকু হলেও জ্ঞানের প্রভাব পড়েছে, আবূ-সুফিয়ানের মনে যুক্তি ও জিজ্ঞাসার আভাস জেগেছে দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনে মনে আনন্দিত হলেন এবং উৎসাহ সহকারে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "আচ্ছা, আবূ সুফিয়ান! আমি যে আল্লাহর প্রেরিত সত্য নবী এ সম্বন্ধে কি এখনও তোমার সন্দেহ আছে?" প্রিয় নবী মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশস্ত ও প্রশান্ত ললাট দেশের প্রতি দৃষ্টি করে আবূ সুফিয়ান নির্ভীক চিত্তে উত্তর করল "এখনও কিছু কিছু সন্দেহ আছে।" **(ফতহুলবারী, তাবারী, হালবী প্রভৃতি)**

এর কিছু সময় পরে আবূ সুফিয়ান প্রকাশ্যভাবে ইসলাম গ্রহণ করে। কত পরে বা ঠিক কোন সময়ে তা নির্ণয় করা কঠিন।

যা হোক, আবূ সুফিয়ান এ অবস্থায় চলে যেতে উদ্যত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সকাল পর্যন্ত থেকে যেতে আদেশ করেন।

তারপর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ সুফিয়ানকে বলতে লাগলেন ঃ আবূ সুফিয়ান! তুমি গিয়ে মক্কাবাসীদেরকে অভয় দাও, আজ তাদের প্রতি কোনই কঠোরতা হবে না। তুমি আমার পক্ষ হতে নগরময় ঘোষণা করে দাও ঃ

(১) যে ব্যক্তি অস্ত্র ত্যাগ করবে– তাকে অভয় দেওয়া হল।

(২) যে ব্যক্তি কা'বায় প্রবেশ করবে– সে অভয় প্রাপ্ত।

(৩) যারা নিজেদের গৃহ বন্ধ করে রাখবে, তাদের কোনই ভয় নেই।

(৪) যারা আবূ সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে, তারা অভয় প্রাপ্ত।

(বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে, মক্কাবাসীদেরকে অভয়বাণী প্রেরণ করলেন সে সংবাদ মুসলিম বাহিনীর সমস্ত সৈন্যকেও জানিয়ে দেওয়া হল। এ ঘোষণা ব্যতীত প্রিয় নবী মুসলমানদেরকে কঠোরভাবে আদেশ দিলেন– নগর প্রবেশের সময় বা তার পরে কেউ অস্ত্র

ব্যবহার করতে পারবে না। যাতে নগর প্রবেশের সময় কারও প্রতি কোন প্রকার অসংযত ব্যবহার করা না হয়, সে সম্বন্ধে বিশেষ তাকীদ করার পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা উচ্চ স্থানে আরোহণ করত স্বয়ং এ বিষয়ের পরিদর্শন করছিলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, মুসলমানদেরকে বিভিন্ন দলে ও বিভিন্ন পথ দিয়ে নগর প্রবেশের আদেশ দেয়া হয়েছিল। সেনাপতি খালিদ ইবনু– ওয়ালীদ যে পথ দিয়ে নগর প্রবেশ করছিলেন সেদিকে সূর্য কিরণে অস্ত্রের চমক দর্শন করে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিচলিত হয়ে পড়লেন এবং সে মুহূর্তে কৈফিয়ত দেওয়ার জন্য খালিদকে হাযির করা হল। খালিদ উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন– হে আল্লাহর রাসূল! আমি আদেশ পালন করার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু এরা কোন মতেই নিরস্ত্র হল না। তারা প্রথমে আমাদেরকে আক্রমণ করে এবং দু'জন মুসলমানকে শহীদ করে ফেলে। তখন অগত্যা আমাকেও অস্ত্র বের করতে হয়েছিল। কিন্তু হে রাহমাতুল লিল 'আলামীন, আপনি তদন্ত করে দেখুন, যাতে এ সংঘর্ষে অধিক প্রাণহানি না হয় সে জন্য আমি সর্বদাই সংযত ও সঙ্কুচিত হয়েই সৈন্য চালনা করেছি। **(ফতহুল বারী, ইবনু হিশাম প্রভৃতি)**

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ সকল সদয় ব্যবহার সত্ত্বেও কুরাইশ পক্ষের হীন ষড়যন্ত্রের ইয়ত্তা ছিল না।

আবূ সুফিয়ানের মুখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দয়া ও অভয়ের কথা জানার পরও তারা নিজ ও অন্যান্য অনুগত গোত্রের দুর্দান্ত ও গুণ্ডা শ্রেণীর বহুসংখ্যক লোক সংগ্রহ করে মুসলমানদেরকে আক্রমণ করার জন্য সমবেত করে ফেলল। তাদের মধ্যে পরামর্শ স্থির হল যে, আমাদের এ লোকগুলোকে যদি কৃতকার্য হতে দেখা যায়, তাহলে আমরাও তখন তাদের সাথে যোগদান করব। অন্যথায় মুহাম্মাদ আমাদেরকে যে অভয়দান করেছেন তখন আমরা তা দ্বারা আত্মরক্ষা করব। কুরাইশদের এ অকারণ সৈন্যসমাগম দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদেরকে ডেকে প্রস্তুত থাকতে এবং আগামী কল্য প্রাতঃকালে সাফা পর্বতের পাদমূলে সমবেত হতে আদেশ প্রাদান করলেন। আনসারগণের বিরাট সৈন্যসংঘ যথাসময়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল।

তখন অবস্থা এরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, "মুসলমানগণ তাদের যাকে ইচ্ছা নিহত করতে পারতেন, অথচ তারা একজন মুসলমানের কেশও স্পর্শ করতে পারত না।" কুরাইশ পক্ষ যখন বুঝতে পারল যে, মুসলমানগণ তাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছেন, তখন তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ ভেবে যারপর নাই ব্যাকুল হয়ে পড়ল। এ সময় আবূ সুফিয়ানকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় নিজের অভয় বাণীর কথা স্মরণ করিয়ে বলে দিলেন।

যাও সে অনুসারে কাজ কর। তোমাদেরকে পুনরায় ক্ষমা করলাম, পুনরায় অভয় দিলাম। (মুসলিম, মুসনাদ, নাসাঈ)

মুসলিম সেনা সংঘগুলো পূর্বকথিত মতে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হতে এবং বিভিন্ন পথ অবলম্বন করে মক্কার দিকে অগ্রসর হওয়ার পর মুহাজিরগণকে সাথে নিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা অভিমুখে যাত্রা করলেন। এ সময় কুরাইশগণের প্রতি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুপম করুণা প্রকাশ সত্ত্বেও তারা পুনঃপুনঃ যে সকল নীচ অভিসন্ধি সিদ্ধ করতে কৃতসঙ্কল্প হয়েছিল এবং প্রত্যেক বারই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ঐ শ্রেণীর গুরুতর অপরাধ-গুলোকে যেরূপ শান্তবদনে ক্ষমা করেছিলেন তার একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকগণ পূর্বেই অবগত হয়েছেন। যা হোক এরূপে পূর্ণ শান্তির সাথে মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথীগণ নগরদ্বারে উপস্থিত হলেন। সাধারণতঃ এরূপ ক্ষেত্রে বিজয়ীগণ নিজের প্রধান প্রধান সেনাপতিদেরকে সাথে নিয়ে নগরে প্রবেশ করে থাকেন; কিন্তু মক্কাবাসীগণ দেখল, সওয়ারীর উপর স্থান পেয়েছেন একমাত্র ক্রীতদাস পুত্র ওসামা। (বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ)

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রধানতম শিক্ষা ইহাই। মানুষ মানুষের প্রভু হতে পারে না; মানুষ মানুষের দাস হতে পারে না। তাদের একমাত্র প্রভু আল্লাহ এবং তারা সকলে একমাত্র তাঁরই দাস এবং তাঁরই অনুগত; সুতরাং তারা সকলেই সমান। এ সত্য প্রচারের জন্য– তাকে পূর্ণ পরিণত রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আজ দাসপুত্রকে সহযাত্রী রূপে গ্রহণ করে নগরে প্রবেশ করছেন। আরব দেখল এবং বুঝল–

পাশবিক অত্যাচারে আল্লাহর আইনকে নির্মমভাবে অপমানিত করে এতদিন তারা যে হাজার হাজার নর-নারীকে ঘৃণিত পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্টতায় স্থান দিয়েছে, বিজয়ী ইসলাম আজ তাকে তুলে মুহাম্মাদ মুস্তফার সাথে এক আসনে বসিয়ে দিয়েছে।

অপরূপ দৃশ্য

বিজয়ী রাজা আট বছর পর আজ শত্রু পরাজয়ে সমর্থ হয়েছেন। এমন সময় কত অহংকার, কত দম্ভ মানুষের মন ও মস্তিষ্ককে অধিকার করে থাকে। অহংকার, গৌরবে ও আনন্দে মানুষ একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়ে। কিন্তু ইতিহাস ও হাদীসগ্রন্থ সমূহে বিশ্বস্ত সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, নগর প্রবেশের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মস্তক ক্রমেই অবনত হয়ে আসছিল। **(হাকিম, ইবনু হিশাম, মাওয়াহিব ১-১৫৪)**

নগর প্রবেশের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্ব-প্রথম কা'বা মসজিদের দিকে অগ্রসর হলেন এবং ভক্তিভরে তার চার পার্শ্বে প্রদক্ষিণ করে বেড়াতে লাগলেন। তখন তাওহীদের প্রধানতম শিক্ষক ইবরাহীম খলীলের প্রতিষ্ঠিত বাইতুল্লাহর চার পার্শ্বে পুতুল, প্রতিমূর্তি, চিত্র এবং প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত ৩৬০টি ঠাকুর দেবতা স্থান লাভ করে বসেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশে সাহাবাগণ সেগুলো বের করে ফেলতে লাগল। মন্দিরের দেওয়ালে ইবরাহীম ও ইসমাঈলের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছিল তাও ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন করতে লাগল। যে চিহ্নগুলো ধুয়ে ফেলা অসম্ভব, যাফরানের পানি দিয়ে সেগুলোকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হল। **(বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি)**

ঈসা (আঃ)-এর চিত্রও একটা খুঁটিতে বিদ্যমান ছিল, এ চিত্রটিও মুছে ফেলা হল। **(ফতহুলবারী)**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমর ফারুককে এ কাজের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। এ প্রকারে সমস্ত মুছে ফেলার পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বায় প্রবেশ করলেন।

(আবূ দাউদ, বুখারী প্রভৃতি)

কা'বায় প্রবেশের সময়ও যে সকল প্রস্তর নির্মিত মূর্তি দণ্ডায়মান ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতের লাঠি দ্বারা তাদের কপালে খোঁচা দিয়ে অথবা তাদের মাথার দিকে ইঙ্গিত করে বলছিলেন ঃ

جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ـ جاء الحق وما يبدئ

الباطل وما يعيد *

সত্য সমাগত হল, মিথ্যা বিনষ্ট হল, মিথ্যার বিনাশ হবেই। সত্য সমাগত হয়েছে এবং অসত্য কস্মিনকালেও আর ফিরে আসবে না।

(ইবনু খালদুন, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

কা'বায় প্রবেশ করার পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে চারদিকে ও কোণে কোণে ছুটে গেলেন এবং প্রত্যেক কোণে উপস্থিত হয়ে প্রাণ ভরে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করতে লাগলেন। বলপূর্বক মায়ের কোল হতে ছিনিয়ে নেয়া শিশু দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর আবার মাতৃ আঙ্গিণায় উপস্থিত হতে পারলে যেমন সব ভুলে সব ছেড়ে কেবল মা মা বলে চীৎকার করতে থাকে, প্রিয় নবী মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেরূপ কা'বায় প্রবেশের প্রথম সুযোগে আকুল কণ্ঠে আল্লাহর নামে জয়ধ্বনি করতে লাগলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুচর ও সহযাত্রীগণও প্রথম দিন ও রাতভর এরূপে তাকবীর, প্রার্থনা ও প্রদক্ষিণ কাজে ব্যাপ্ত রইলেন। দ্বিতীয় দিন নামাযের সময় উপস্থিত হলে বিলালের প্রতি আযান দেওয়ার আদেশ হল; আদেশ পাওয়া মাত্র বিলাল কা'বার একটি সুউচ্চ স্থানে আরোহণপূর্বক আযান দিতে আরম্ভ করলেন। **(বুখারী, ইবনু হিশাম ২-২১৯, কাঞ্জ ৫-২৯৭ প্রভৃতি)**

একেতো স্থান ও কালের বিশেষত্ব, তার উপর ভক্তকুলরাজ বিলালের কণ্ঠের আযান ধ্বনি– যে ধ্বনি বহু শতাব্দীর কুফর কলুষিত মক্কা নগরের

দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হয়ে কা'বার প্রস্তরে প্রস্তরে বেহেশতের শিহরণ জাগিয়ে তুলল। তার উপর বিলালের প্রথম তাকবীরের সাথে সাথে হাজার হাজার ভক্তের মিলিত কণ্ঠে যখন তার প্রতিধ্বনি জেগে উঠল; মক্কার অধিবাসীগণ তখন ভয়ে, বিস্ময়ে, ক্ষোভে, অভিমানে এবং অপমানে-অনুতাপে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ল।

করুণা ও ক্ষমা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সমবেত কুরাইশগণকে বিশেষতঃ মক্কাবাসীদেরকে সাধারণভাবে সম্বোধন করে বললেন ঃ হে কুরাইশগণ, হে মক্কার অধিবাসীবৃন্দ! তোমাদের প্রতি আজ আমি কিরূপ ব্যবহার করব বলে তোমরা মনে করছ? মজলিসের চারদিক হতে শতকণ্ঠে উত্তর হল ঃ

خيرا۔ اخ كريم وابن اخ كريم ۔ نظن خيرا ۔ اخ كريم وابن اخ كريم

وقدرت .... وان كنا لخاطئين *

"কল্যাণের আশা করছি। মঙ্গলের আশা করছি। হে আমাদের সম্মানিত ভ্রাতা! হে আমাদের মহান ভ্রাতুষ্পুত্র। তুমি বিজয়ী, তুমি আজ শাস্তি দানে সমর্থ। তবুও তোমার নিকট আমরা সদ্ব্যবহারেরই আশা করছি। যদিও আমরা অপরাধী, তবু তোমার নিকট করুণা পাবার প্রত্যাশী।" তখন প্রেম ও করুণা বিজড়িত কণ্ঠে ইরশাদ হল ঃ

لاتثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الرحمين ۔ اذهبوا فانتم الطلقاء *

"আজ তোমাদের প্রতি আমার কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন, তিনি শ্রেষ্ঠতম দয়াময়। যাও, তোমরা সকলে মুক্ত, সকলে স্বাধীন।"

(তাবারী ৩-১২০, যাদ ১-৪১৫, ইবনু হিশাম ২-২১৯, হালবী ৩-৯৮)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্বোক্ত অভয়বাণী ঘোষণার পরও যারা খালিদের সৈন্যদলকে আক্রমণ করে দু'জন সাহাবীকে হত্যা করেছিল, সেই বিদ্রোহীগণও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর করুণা লাভে বঞ্চিত হল না। একদল লোক অতর্কিত ভাবে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল; তাদের নিয়োজিত একজন লোক এ পরামর্শ অনুসারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলে সাহাবীগণ তাকে ধরে ফেলেন। অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিয়ে এ ব্যক্তিকে "নযরবন্দী" করে রাখা হয়। "রাহমাতুল লিল আলামীনের" অপার করুণার ফলে এ শত্রুকেও মুক্তি দেওয়া হল।

আনসারদের পরীক্ষা

হাওয়াযিন জাতির প্রায় সমস্ত ধন-সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়েছিল। এগুলো কুরাইশদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন, আনসারগণকে এর কোন অংশই দেওয়া হল না। মদীনার মুনাফিক দল মুসলমানদের বিশেষতঃ আনসার ও মুহাজিরগণের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে দেওয়ার জন্য সর্বদা যেরূপ চেষ্টা করে আসছিল, পাঠকগণ পূর্বে তা অবগত হয়েছেন। এক্ষেত্রেও তারা কয়েকজন অনভিজ্ঞ আনসার যুবককে কুমন্ত্রণা দিয়ে উত্তেজিত করে তুলল। তারা এ মাল বণ্টনের জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগল। আবার একদল আনসারের মনে হতে লাগল যে, এখন হয়ত প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বদেশে অবস্থান করবেন, আমরা হয়ত আর তাঁর সেবা করার সুযোগ পাব না। এ সকল আলোচনার কথা যথাসময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কর্ণগোচর হল। তিনি তখন সমস্ত আনসার ভক্তকে একত্র সমবেত করে এ আলোচনা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা শুনে আনসার প্রধানগণ বিনীতভাবে নিবেদন করলেন যে, আমাদের দু'একজন যুবক এরূপ কথা বলেছে সত্য, কিন্তু অন্য কেউ কোন কথা বলেনি। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন এদের বুঝিয়ে

দিলেন যে, কুরাইশগণ নতুন মুসলমান; বিশেষতঃ তারা এ সকল যুদ্ধবিগ্রহের জন্য বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে তাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্যই আমি এ ব্যবস্থা করেছি। যা হোক, আমি তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করছি, তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, লোক ছাগল-ভেড়া নিয়ে বাড়ী যাচ্ছে, আর তোমরা আল্লাহর রাসূলকে সাথে নিয়ে যাচ্ছ? আনসারগণ তখন বিনয় ও ভক্তি সহকারে নিবেদন করলেন– "হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! অজ্ঞান যুবকগুলোর কথায় কর্ণপাত করবেন না। আমরা আপনাকে চাই। আপনাকে পেয়ে, আপনার সেবা করেই আমরা পরিতৃপ্ত হয়েছি। আমরা যেন এ পরম সম্পদ হতে বঞ্চিত না হই।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আনসারগণকে উত্তমরূপে বুঝিয়ে দিলেন যে, জীবনে মরণে আনসারদের সাথে কখনই তাঁর বিচ্ছেদ হবে না।

মহাযাত্রার পাঁচ দিন পূর্বে

মৃত্যুর পাঁচ দিন পূর্বে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অসুখ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ঐ রোগ যন্ত্রণায় অস্থির অবস্থায় তিনি সমবেত নর-নারীদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ তাদের পরলোকগত নবী ও সৎলোকদের কবরগুলোকে উপাসনাগারে পরিণত করেছে। সাবধান! তোমরা যেন এ মহাপাপে লিপ্ত না হও। খ্রিস্টান ও ইয়াহুদীগণ এ পাপে অভিশপ্ত হয়েছে। দেখ আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি, আমি আমার দয়া এড়িয়ে যাচ্ছি। আমি তোমাদেরকে স্পষ্টাক্ষরে নিষেধ করে যাচ্ছি– সাবধান আমার কবরকে যেন তোমরা 'সিজদাগাহ' বানিয়ে না নাও। আমার এ চরম অনুরোধ অমান্য করলে তজ্জন্য তোমরাই আল্লাহর নিকট দায়ী হবে। হে আল্লাহ! আমার কবরকে "পূজাস্থলে" পরিণত করতে দিও না। (বুখারী, মুসলিম ও মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

অবশেষে মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থাতেও তিনি এ সম্বন্ধে যে ব্যাকুল

অনুরোধ করেছেন, পাঠকগণ তাও দেখছেন। কিন্তু মুসলমান সমাজ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্তিম কালের এ অনুরোধের প্রতি আজ যে কতটা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছে, অভিজ্ঞ পাঠককে বোধ হয় তা আর বলে দিতে হবে না।

বিখ্যাত সাহাবী আবূ সাঈদ খুদরী বলছেন ঃ অসুখের সময় একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে আরোহণপূর্বক সকলকে বললেন ঃ "আল্লাহ তাঁর জনৈক দাসকে দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ দান করলেন। কিন্তু সে তা ত্যাগ করে আল্লাহকে গ্রহণ করল।" ভক্তকুল শিরোমণি আবূ বকর তা শুনে ক্রন্দন করতে করতে বলতে লাগলেন- "আমাদের পিতা-মাতা আপনার প্রতি কুরবান হোক।" আবূ বকরের ক্রন্দন দেখে এবং তাঁর কথা শুনে আমরা সকলে আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলাবলি করতে লাগলাম- বৃদ্ধের আজ কি হয়েছে? প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন লোকের গল্প বলছেন, আর ইনি কেঁদে আকুল হচ্ছেন! এ যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিদায় ইঙ্গিত, আমরা তখন তা বুঝে উঠতে পারিনি। **(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত)**

আজ অসুখের একাদশ দিবস- এতদিন পর্যন্ত প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই সাহাবীগণের ইমামতী করে আসছিলেন। এদিন ইশার জামা'আতে উপস্থিত হওয়ার জন্যও প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর পর তিনবার অযূ করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনবারই তাঁর মাথা ঘুরতে লাগল। কাজেই তিনি সকলকে বলে দিলেন "আবূ বকরকে জামা'আতের ইমামতী করতে বলে দাও।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অসুখ দিন দিনই অধিকতর সাংঘাতিক হয়ে উঠছিল। এ সময় খাইবারের সে বিষের কষ্টও তীব্রতর হয়ে উঠল। সাহাবীগণ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থা দর্শনে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। শেষে যখন তারা দেখলেন যে, আবূ বকর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্থলে ইমামতী করছেন, তখন তারা আর ধৈর্যধারণ করতে পারলেন না। এ অবস্থায় আবূ বকর সাহাবাগণকে নিয়ে নামাযের জামা'আত আরম্ভ করে দিলেন। এমন সময় একটু আরাম

বোধ করে দু'জন আত্মীয়ের কাঁধে ভর দিয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছেন জানতে পেরে আবূ বকর ইমামের স্থান ত্যাগ করে যাবার জন্য ব্যস্ত হলে তিনি নিষেধ করলেন এবং তাঁর পার্শ্বে বসে নামায পড়লেন।

নামাযের পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন– মুসলিমগণ! আমি তোমাদেরকে আল্লাহর হাতে সমর্পণ করে যাচ্ছি। তাঁর আশ্রয় ও তাঁর অবদান এবং তাঁর সাহায্যে তোমাদেরকে সঁপে দিচ্ছি; আমার পরে সেই আল্লাহই তোমাদেরকে রক্ষা করবেন। তোমরা যদি নিষ্ঠা, ভক্তি ও সততার সাথে তাঁর আদেশ পালন করতে থাকো, তা হলে তিনি তোমাদেরকে রক্ষা করবেন। এই শেষ, ভ্রাতৃবৃন্দ এই শেষ।

শেষ দিন

সাহাবাগণ সকালে উঠে ফজরের জামা'আতে সমবেত হয়েছেন; নামায আরম্ভ হয়েছে এমন সময় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। আল্লাহর প্রিয়তম দাসগণ তাঁর পরে কিভাবে প্রভুর উপাসনায় লিপ্ত আছে, তা দেখার জন্য প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্দা তুলে দিতে বললেন। পর্দা তোলার সাথে সাথে জামা'আতের যে স্বর্গীয় দৃশ্য তাঁর দৃষ্টিগোচর হল এ দৃশ্য দর্শনে সেই অন্তিমকালেও প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বদনমণ্ডল আনন্দে-উৎসাহে দীপ্ত হয়ে উঠল; তাঁর মুখে হাসির রেখা দেখা দিল। আবার পর্দা ফেলে দেওয়া হলো। **(তাবাক্বাত ও মুসনাদে ইমাম শাফেয়ী)**

এ অবস্থায় পিতাকে রোগযন্ত্রণায় অস্থির দেখে ফাতিমা চীৎকার করে বলে উঠলেন– "হায়! আমার পিতা না জানি কত ক্লেশ পাচ্ছেন।" কন্যার এ কাতরোক্তি শ্রবণ করে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– "ফাতিমা! আর অল্প সময় তোমার পিতার ক্লেশ, আজকের পর তাঁর আর কোন ক্লেশ নেই।"

বিবি আয়েশা বলছেন– আমার কক্ষে এবং আমারই বক্ষে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তিকাল হয়েছিল। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইচ্ছা বুঝতে পেরে আমি একখানা মিসওয়াক চিবিয়ে দিলে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিয়ে ধীরে ধীরে কয়েকবার দাঁতে বুলালেন। নিকটে একটি পানির পাত্র ছিল। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পাত্রে হাত ডুবিয়ে মুখে পানি দিতে দিতে বলছিলেন ঃ "মাওতের অনেক কষ্ট। লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু! হে আল্লাহ! আমাকে মৃত্যু-যাতনা সহ্য করার শক্তি দান কর।" **(মিশকাত)**

দিবসের তৃতীয় প্রহর অতিবাহিত প্রায়, অন্তিম অবস্থা সমাগত। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারংবার অচেতন হয়ে পড়ছেন কিন্তু প্রত্যেকবার চৈতন্য লাভের সাথে সাথে তিনি বলে উঠছেন ঃ "হে আল্লাহ! হে আমার চরম বন্ধু! হে আমার পরম সুহৃদ! তোমার সাথে, তোমার সন্নিধানে।" **(বুখারী, মুসলিম)**

পরম স্নেহভাজন আলী প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মস্তক নিজ অঙ্গে নিয়ে বসে আছেন, এমন সময় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার চোখ মেলে দেখলেন এবং আলীর দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন ঃ "সাবধান! দাস-দাসীদের প্রতি নির্মম হয়োনা!"

বিবি আয়েশা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মস্তক বুকে নিয়ে বসে আছেন; মৃত্যুর সমস্ত লক্ষণই দেখা দিয়েছে, এমন সময় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ বার চোখ মেলে উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলেন ঃ "নামায, নামায– সাবধান! দাস-দাসীদের প্রতি সাবধান" এবং শেষ নিশ্বাসের সাথে সাথে শেষবাণী উচ্চারিত হল ঃ হে আল্লাহ! হে আমার পরম সুহৃদ!!! **(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, ইবনু মাজাহ)**

প্রিয় নবী মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আত্মা সেই পরম সুহৃদের নিকটে প্রস্থান করল।

انا لله و انا اليه راجعون *

"ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।"

দরূদ

হাদীসের আলোকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বইটির প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ! শ্রদ্ধাভাজন সাহাবীগণ যে দরূদ পাঠ করতে করতে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেহকে সমাধিস্থ করেছিলেন তা মাদারিজ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। আসুন, আমরা মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুরক্ত ভক্ত ও অনুসারী সেবক-সেবিকাগণ সে পবিত্র দরূদ শরীফ পাঠ করতে করতে এ প্রসঙ্গের উপসংহার টানি ঃ

আল্লাহুম্মা সাল্লি'আলা- মুহাম্মাদিওঁ ওয়া'আলা- আ-লি মুহাম্মাদিন কামা-সাল্লাইতা 'আলা- ইব্‌রা-হীমা ওয়া'আলা- আ-লি ইব্‌রা-হীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বা-রিক 'আলা- মুহাম্মাদিওঁ ওয়া'আলা- আ-লি মুহাম্মাদিন কামা বা-রাকতা 'আলা- ইব্‌রা-হীমা ওয়া'আলা- আ-লি ইব্‌রা-হীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি অনুগ্রহ কর, যেমন ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি দয়া করেছিলে, নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি বরকত নাযিল কর যেমন ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি বরকত নাযিল করেছিলে, নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়। **(বুখারী, মুসলিম)**

আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানীতে **মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বইটি প্রকাশিত হওয়ায় তাঁরই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর দরূদ ও সালাম পাঠ করছি এবং সেই রাব্বুল 'আলামীনের' দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি— **"আল-হামদু লিল্লাহ"**